CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 06 October 2021 ■ আগরতলা ০৬ অক্টোবর ২০২১ ইং ■ ২০ আশ্বিন ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আজ মহালয়া দেবী পক্ষের সুচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ অক্টোবর।। বাজল তোমার আলোর বেনু , মাতল আজ প্রভাতে , সে সুর শুনে , খুলে দিনু শরতের শিশির ভেজা ঘাসে অরুশ রাঙা ঊ চরণ ফেলে দেবীপক্ষের সূচনা , চণ্ডীপাঠের মাধ্যমে মর্ত্যলোকে আমন্ত্রণ দেবী দুর্গাকে। কাশ ফুলের দোলায় , সবুজ ঘাসের উপর শিউলি ফুলের গালিচায় চোখ মেললেই দেখতে পাই মা এর আগমনী বার্তা। চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে দেবী দুর্গার আবাহনই মহালয়া হিসেবে পরিচিত।

মহালয়া শব্দের আক্ষরিক সমার্থ হলো আনন্দ নিকেতন। দেবীপক্ষেরসূচনা হয় পূর্ববর্তী অমাবস্যার দিন , এই দিনটি মহালয়া নামে পরিচিত। অন্যদিকে দেবীপক্ষের সমাপ্তি পঞ্চদশ দিন অর্থাৎ পূর্ণিমায় , এই দিনটি কোজাগরী পূর্ণিমা নামে পরিচিত ও বাৎসরিক লক্ষ্মীপূজার দিন হিসাবে গণ্য হয়। দুর্গাপূজা মূলত পাঁচদিনের অনুষ্ঠান হলেও মহালয়া থেকেই প্রকৃত উৎসবের সূচনা ও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নয়া রূপে দুর্গা শিল্পীর হাতে

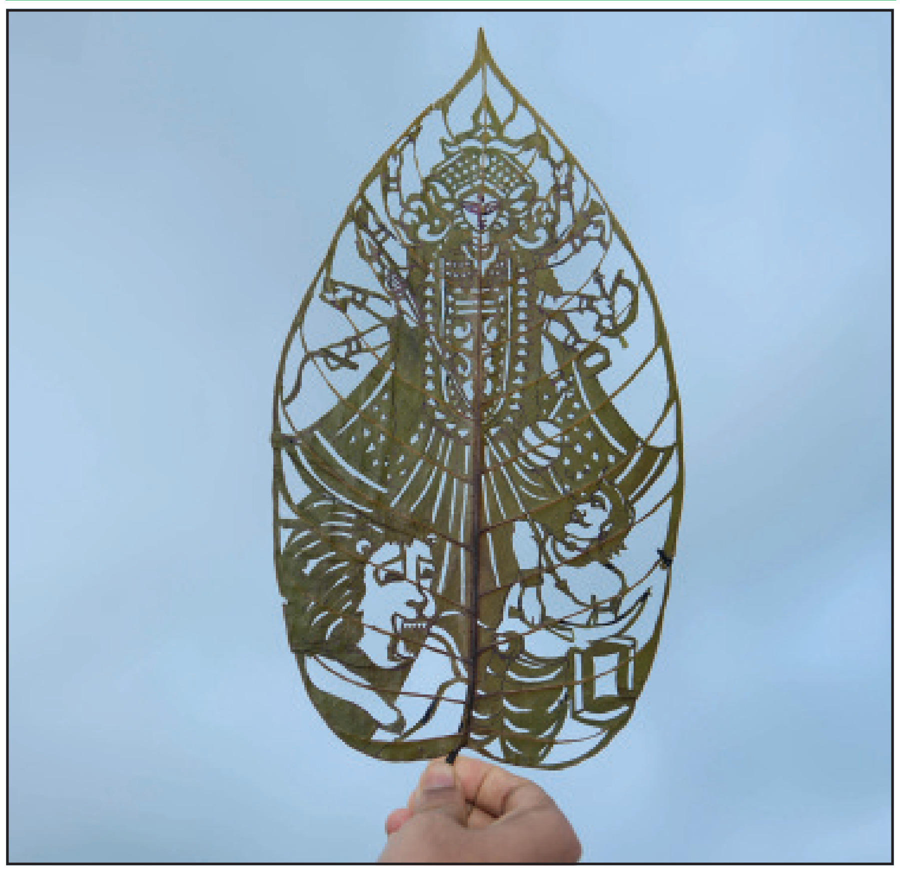

দেবী দুর্গা অসুর বিনাশ করার চিত্র বটপাতায় তুলে ধরেছেন এক শিল্পী। আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

চাঁদার জন্য মারধর প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ ধর্মনগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ অক্টোবর।। রাতে পুজোর চাঁদা চেয়ে গাড়ি চালকদের মারধরের অভিযোগে মঙ্গলবার ধর্মনগর রাজবাড়ী এলাকাতে পথ অবরোধ করে গাড়ি চালকরা। করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে পরিবহন ব্যবসা অনেকটাই মন্দা। দোকানপাটে ব্যবসা বণিজ্য খুবই খারাপ। পরিস্থিতি কোনভাবেই সামাল দিয়ে উঠতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা। মধ্যে হিন্দু বাঙ্গালীদের প্রধান উৎসব শারোদৎসব সমাগত।

পূজা নিয়ে ক্লাবগুলির মধ্যেও তেমন তৎপরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। হাতেগোনা কিছু সংখ্যক ক্লাব পূজায় শামিল হয়েছে। অর্থনৈতিক বিপর্যয় কর পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিংবা যানবাহন আটক করে অতিরিক্ত চাঁদা আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জয়নগর ও বনকুমারীতে দুটি অটোরিক্সা পোড়াল দুস্কৃতিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। রাজধানী আগরতলার পশ্চিম জয়নগরস্থিত এক নং আবাসনের বাসিন্দা বিকাশ শীলের একমাত্র রোজগারের মাধ্যম অটো রিক্সা পুড়িয়ে দিলো দুর্বৃত্তরা। বনকুমারী সাহা পাড়ায় নারায়ণ মালাকার অটোরিকশায় আগুন। শহর এলাকার পশ্চিম জয়নগর এবং বনকুমারি সাহাপাড়া দুটি অটো পুড়িয়ে দিয়েছে দুষ্কৃতকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে।

রাজধানী আগরতলা পশ্চিম থানা এলাকার পশ্চিম জয়নগর ১নংআবাসিক এলাকায় গতকাল রাতে দুর্বৃত্তরা একটি অটোরিকশায় অগ্নিসংযোগ করেছে। তাতে অটোরিকশাটি পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে লঙ্কাকান্ড, রোগীরা আতঙ্কিত

দুই চিকিৎসকের মধ্যে মল্লযুদ্ধ গুরুতর আহত একজন জিবিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। চিকিৎসক বদলিকে কেন্দ্র করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে দুই চিকিৎসক এর মধ্যে মারপিটের ঘটনায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এক চিকিৎসকের বেধড়ক মারধরে অপর চিকিৎসক গুরুতরভাবে আহত হয়ে বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

চিকিৎসক বদলির কাগজে স্বাক্ষর করার বিষয় নিয়ে দুই চিকিৎসকের মধ্যে খন্ডযুদ্ধ। এতে এক চিকিৎসকের হাত ভেঙ্গে গুরুতর আহত হয়েছেন। ঘটনা তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতাল চত্বরে মঙ্গলবার দুপুর ২টা নাগাদ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কল্যাণপুর হাসপাতালের চিকিৎসক শুভেন্দু শেখর মজুমদারকে বদলি করা হয় খেদাছড়া হাসপাতালে। এবার চিকিৎসক শুভেন্দু শেখর মজুমদার কল্যাণপুর থেকে ছুটে আসেন তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত এসডিএমও চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিকের কাছে আসেন বদলি রদ করার জন্য কাগজে স্বাক্ষর করাতে।

কিন্তু এসডিএমও অনির্বাণ ভৌমিক চিকিৎসক শুভেন্দুকে জানিয়ে দেন তিনি অ্যাক্টিং এসডিএমও এর দায়িত্বে আছেন। তাই তিনি বদলির রদের কাগজে স্বাক্ষর করতে পারবেন না। চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিক এর পরও শুভেন্দু শেখরকে জানান, খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে কথা বলার জন্য। এ নিয়ে চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিক খোয়াই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকের সাথে কথা বলে অবগত হন। কিন্তু স্বাক্ষর করার কোনো অনুমতি পাননি চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিক। এরপরই দুই চিকিৎসকের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ হিসেবে চর, লাথি, ঘুষি চলতে থাকে। মুহুর্তের মধ্যে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল চত্বরে হাসপাতালের কর্মীরা জড়ো হয়। ততক্ষণে চিকিৎসক শুভেন্দু শেখর মজুমদার অপর চিকিৎসক অনির্বাণ ভৌমিককে পেটাই করে হাত ভেঙে দেয়।

খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া থানায়।যথারীতি পুলিশ আসে । চিকিৎসক শুভেন্দু শেখর মজুমদারকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। এদিকে আহত চিকিৎসক অনির্বাণকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দুই চিকিৎসকের খণ্ডযুদ্ধে গোটা হাসপাতাল জুড়ে ছি ছি রব উঠে গেছে। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে চিকিৎসক শুভেন্দু শেখর মজুমদারের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় মামলা করা হবে বলে জানা গেছে।

রাজ্যে এক স্থান থেকে অন্যত্র বাঁশ নিতে ট্রানজিট পারমিটের প্রয়োজন নেই, মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বাঁশ-নির্ভর অর্থনীতি তৈরির লক্ষ্যে রয়েলটি তুলে দিয়েছিল বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার। এখন বাঁশকে কেন্দ্র করে মানুষের রোজগার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ত্রিপুরায় বাঁশ এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রানজিট পারমিটের প্রয়োজন হবে না। আজ মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। ট্রানজিট রুলস-এ সংশোধনী এনে বাঁশকে এই নিয়মের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। মন্ত্রিসভার এই সিদ্ধান্তে ত্রিপুরায় বাঁশ বিক্রি করে মানুষের রোজগার বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, ত্রিপুরায় গ্রাম-পাহাড়ে বহু মানুষ বিশেষ জনজাতি অংশের মানুষের রোজগার বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাঁশ চাষের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বর্তমানে ৪৫ হাজার হেক্টর জমিতে বাঁশ চাষ হচ্ছে। ক্রমশ বাঁশ চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তিনি বাঁশ চাষের বছরভিত্তিক হিসাব তুলে ধরেন। গত চার বছরের হিসাব দিয়ে তিনি বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ১১৫ হেক্টর, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১,৬০০ হেক্টর, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,৬৩০ হেক্টর এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩,০২৪ হেক্টর জমিতে বাঁশ চাষ হয়েছে। তাই এখন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ত্রিপুরায় বাঁশ এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রানজিট পারমিটের প্রয়োজন পড়বে না।

তাঁর কথায়, আজ মন্ত্রিসভা ট্রানজিট রুলস সংশোধনীর অনুমোদন দিয়েছে। বাঁশকে এই রুলস-এর আওতার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্য বিজেপি বিধায়কের পদত্যাগের দাবি, অবগত নন বিধানসভার অধ্যক্ষ

দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর রয়েছে, মনে করালেন বিজেপি মুখপাত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। বিজেপি-তে যোগদান করে পাপ করেছিলেন। তাই পশ্চিমবঙ্গের কালীঘাটে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্য করেছেন ত্রিপুরার সুরমা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক আশিস দাস। সাথে তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন। অথচ ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী বিধায়ক পদ থেকে আশিস দাসের পদত্যাগ সম্পর্কে অবগত নন বলে জানিয়েছেন। এ-বিষয়ে বিজেপির প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য মনে করালেন, ত্রিপুরায় পশ্চিমবঙ্গের মতো পরিস্থিতি নেই। এ-রাজ্যে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর রয়েছে।

দীর্ঘদিন ধরেই বিধায়ক আশিস দাস বিদ্রোহী মনোভাব নিয়ে চলছিলেন। দলে থেকেও তিনি বিভিন্ন বিষয়ে দলের বিরুদ্ধে মন্তব্য করেছেন। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের বিরুদ্ধেও তিনি আঙুল তুলেছেন। এতে জল্পনা তৈরি হয়েছিল, বিজেপি ছাড়তে চলেছেন তিনি। আজ সব ধরনের জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের কালীঘাটে গিয়ে মাথা মুড়িয়ে পূজা দিয়েছেন। শুধু তা-ই নয়, বিজেপির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্যও করেছেন আশিস।

তাঁর দাবি, সাম্প্রদায়িক দল বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার জন্য আজ মাথা মুড়িয়ে প্রায়শ্চিত্য করেছি। শুধু তা-ই নয়, ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত তিনি মাথায় চুল রাখবেন না। সেই উদ্দেশ্যে মস্তক মুণ্ডন করে আজ তিনি কালিঘাটে পূজা দিয়েছেন।

আশিস বলেন, আজ এক নতুন রাজনৈতিক অধ্যায়ের সূচনা করেছি। তবে এখনও স্থির করিনি কোন দলে যোগ দিচ্ছি। তবে জল্পনা চলছে তিনি তৃণমূলে যোগ দেবেন। বুধবার মহালয়ার পুণ্য তিথিতে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে তৃণমূলে যোগ দেবেন বলে খবর।

মস্তক মুণ্ডন প্রসঙ্গে আশিস দাসের দাবি, বিজেপি-তে যোগ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের আরও দুইটি সাধারণ ডিগ্রী কলেজ পেল ন্যাক-র স্বীকৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। উচ্চ শিক্ষায় ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তনের পর সাফল্য নজরে এসেছে। কারণ, একদিকে ত্রিপুরায় আরও দুটি কলেজ ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) স্বীকৃতি পেয়েছে। অন্যদিকে, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (টিআইটি) কলেজে এখন পর্যন্ত চারটি বিভাগ ন্যাশনাল বোর্ড অব অ্যাক্রিডিটেশনের স্বীকৃতি পেয়েছে। বাকি একটি বিভাগের খুব শীঘ্রই স্বীকৃতি মিলবে। তাছাড়া, এই কলেজে গত বছর থেকে এম.টেক শুরু হয়েছিল। তাতে তিনটি বিভাগে ১৮ জন করে ছাত্রছাত্রী গত বছর ভরতি হয়েছিলেন। এ বছর এম.টেক-এর আরও একটি বিভাগে ছাত্র ভরতির অনুমতি মিলেছে।

এ-বিষয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, ত্রিপুরায় আরও দুটি কলেজ ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) স্বীকৃতি পেয়েছে। কলেজ দুটি হলো গন্ডাছড়া এবং অমরপুর সাধারণ ডিগ্রি কলেজ। দুটি কলেজই ন্যাকের বি-গ্রেড স্বীকৃতি পেয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজে ভর্তির জন্য স্পট রাউন্ডে ১১৪০৮টি আবেদন জমা পড়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। ত্রিপুরায় ২২টি ডিগ্রী কলেজে ভর্তির জন্য স্পট রাউন্ডে ১১৪০৮টি আবেদন জমা পড়েছে। আগামীকাল মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে। তবে, ইতিপূর্বে কলেজে ভর্তি হয়েছেন, অথচ পছন্দ মতো সাবজেক্ট এবং কলেজ না পাওয়ায় যারা পুণরায় আবেদন করেছেন তাদের নাম ওই তালিকা থেকে বাদ যাবে।

এ-বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় সাধারণ ডিগ্রী কলেজে ভর্তির জন্য এক জনও বাদ যাবে না। সকলে ভর্তির সুযোগ পাবে। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ২২টি ডিগ্রী কলেজে তিন রাউন্ডে ১৪৬২৫ জন ভর্তি হয়েছেন। অথচ শিক্ষা দফতর ২২১৮৩ জন ভর্তির জন্য বরাদ্দ করেছিল।

তিনি বলেন, অনেকে এখনো কলেজে ভর্তি হতে পারেননি। তাই, স্পট রাউন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, ৪ ও ৫ অক্টোবর ত্রিপুরায় সমস্ত সাধারণ ডিগ্রী কলেজে স্পট রাউন্ড হয়েছে। তাতে, ভর্তির জন্য ১১৪০৮টি আবেদন জমা পড়েছে। আগামীকাল মেধা তালিকা প্রকাশিত হবে। ৭ অক্টোবর থেকে ১১ অক্টোবর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৃষক আন্দোলনে গুলি চালানোর প্রতিবাদে কৈলাসহরে পথ অবরোধ কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ অক্টোবর।। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধীর সাথে খারাপ ব্যবহার এবং সম্পুর্ন অন্যায় ভাবে গ্রেফতার করার প্রতিবাদে এবং কৃষক আন্দোলনে গুলী করে কৃষক হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে ঊনকোটি জেলার কৈলাশহর এর পথ অবরোধ করেছে কংগ্রেস দল। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুত্রকে অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবীতে মংগলবার দুপুরে ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কৈলাসহর কুমারঘাট রাস্তা অবরোধ করা হয়।

ঊনকোটি জেলার জেলাশাসকের অফিসের সামনে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ এবং যোগী আদিত্য নাথের কুশপুত্তলিকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে কংগ্রেস কর্মীরা। আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিত সিনহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা কংগ্রেসের সভাপতি মোঃ বদরুজ্জামান, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রুদ্রেন্দু ভট্টাচার্য, কংগ্রেস নেতা চন্দ্রশেখর সিনহা, রুনু মিঞা, যুব নেতা নজরুল ইসলাম সানু, ছাত্র নেতা জুবের আহমেদ খান সহ আরও অনেকে। বিক্ষোভ আন্দোলন শেষে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বিরজিত সিনহা সংবাদ প্রতিনিধিদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের উদ্যোগে রাজ্যের আটটি জেলাতেই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ৫ ◘ ৬ অক্টোবর ২০২১ ইং◘২০ অক্টোবর ◘ বুধবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মাতৃপক্ষের সূচনা

টানা এক বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটাইয়া আবারও মর্ত্যে ফিরিয়াছেন উমা। আর দেবীবন্দনার আয়োজনে মাতিয়া উঠিয়াছে গ্রাম ত্রিপুরার শহর থেকে শহরতলী। পুজোর আগে মহালয়া ঘিরিয়াও ক্রমেই চড়িতেছে উৎসাহ উদ্দীপনার পারদ।চিরাচরিত নিয়ম মানিয়া পিতৃপক্ষের অবসানে দেবীপক্ষের শুরুতে , পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণে অংশ নেন অনেকেই। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী, যেহেতু পিতৃপক্ষে প্রেতকর্ম (শ্রাদ্ধ), তর্পণ ইত্যাদি মৃত্যু-সংক্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান পালিত হয়, সেই হেতু এই পক্ষ শুভকার্যের জন্য প্রশস্ত নয়। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে গণেশ উৎসবের পরবর্তী পূর্ণিমা (ভাদ্রপূর্ণিমা) তিথিতে এই পক্ষ সূচিত হয় এবং সমাপ্ত হয় সর্বপিতৃ অমাবস্যা, মহালয়া অমাবস্যা বা মহালয়া দিবসে। উত্তর ভারত ও নেপালে ভাদ্রের পরিবর্তে আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষকে পিতৃপক্ষ বলা হয়।হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী, জীবিত ব্যক্তির পূর্বের তিন পুরুষ পর্যন্ত পিতৃলোকে বাস করেন। এই লোক স্বর্গ ও মর্ত্যের মাঝামাঝি স্থানে অবস্থিত। পিতৃলোকের শাসক মৃত্যুদেবতা যম। তিনিই সদ্যমৃত ব্যক্তির আত্মাকে মর্ত্য থেকে পিতৃলোকে নিয়া যান। পরবর্তী প্রজন্মের একজনের মৃত্যু হইলে পূর্ববর্তী প্রজন্মের একজন পিতৃলোক ছাড়িয়া স্বর্গে গমন করেন এবং পরমাত্মায় (ঈশ্বর) লীন হন এবং এই প্রক্রিয়ায় তিনি শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের ঊর্ধে উঠিয়া যান। এই কারণে, কেবলমাত্র জীবিত ব্যক্তির পূর্ববর্তী তিন প্রজন্মেরই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হইয়া থাকে; এবং এই শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যম একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।শাস্ত্র মতে তর্পণ বহু ধরণের হয়। যেমন মনুষ্য তর্পণ, ঋষি তর্পণ, দিব্যপিতৃ তর্পণ, যম তর্পণ, , পিতৃ তর্পণ। শাস্ত্র মতে বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করিয়া এই তর্পণ সম্পন্ন করিতে হয়। আশ্বিনের শারদপ্রাতে বাজিয়া উঠিয়াছে আলোক মঞ্জীর; ধরণীর বহিরাকাশে অন্তরিত মেঘমালা;

প্রকৃতির অন্তরাকাশে জাগরিত জ্যোতির্ময়ী জগন্মাতার আগমন বার্তা।আনন্দময়ী মহামায়ার পদধ্বনি অসীম ছন্দে বাজিয়া উঠে রূপলোক ও রসলোকে আনে নব ভাবমাধুরীর সঞ্জীবন।

তাই আনন্দিতা শ্যামলীমাতৃকার চিন্ময়ীকে মৃন্ময়ীতে আবাহন।

আজ চিৎ-শক্তিরূপিনী বিশ্বজননীর শারদ-স্মৃতিমণ্ডিতা প্রতিমা মন্দিরে মন্দিরে ধ্যানবোধিতা।মহামায়া সনাতনী, শক্তিরূপা, গুণময়ী।

এইএক, তবু প্রকাশ বিভিন্ন দেবী নারায়ণী,
আবার ব্রহ্মশক্তিরূপা ব্রহ্মাণী,
কখনো মহেশ্বেরী রূপে প্রকাশমানা,
কখনো বা নির্মলা কৌমারী রূপধারিণী,কখনো মহাবজ্ররূপিণী ঐন্দ্রী,
উগ্রা শিবদূতী, নৃমুণ্ডমালিনী চামুণ্ডা,
তিনিই আবার তমোময়ী নিয়তি।

এই সর্বপ্রকাশমানা মহাশক্তি পরমা প্রকৃতির আবির্ভাব হবে, সপ্তলোক তাই আনন্দমগ্ন।বাজলো তোমার আলোর বেণু,

মাতলো যে ভুবন।
আজ প্রভাতে সে সুর শুনিয়া
খুলে দিনু মন।
অন্তরে যা লুকিয়ে রাজে,
অরুণ বীণায় সে সুর বাজে;
এই আনন্দ যজ্ঞে সবার
মধুর আমন্ত্রণ।
আজ সমীরণ আলোয় পাগল
নবীন সুরের বীণায়,
আজ শরতের আকাশবীণায়
গানের মালা বিলায়।
তোমায় হারা জীবন মম,
তোমারি আলোয় নিরুপম।
ভোরের পাখি উঠে গাহি
তোমারি বন্দন।
হে ভগবতী মহামায়া, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা;
তুমি রজোগুণে ব্রহ্মার গৃহিণী বাগ্‌দেবী,
সত্ত্বগুণে বিষ্ণুর পত্নী লক্ষ্মী,
তমোগুণে শিবের বণিতা পার্বতী,
আবার ত্রিগুণাতীত তুরীয়াবস্থায় তুমি অনির্বচনীয়া,
অপারমহিমময়ী, পরব্রহ্মমহিষী;
দেবী ঋষি কাত্যায়নের কন্যা কাত্যায়নী,
তিনি কন্যাকুমারী আখ্যাতা দুর্গি,
তিনিই আদিশক্তি আগমপ্রসিদ্ধমূর্তিধারী দুর্গা,
তিনি দাক্ষায়ণী সতী;

দেবী দুর্গা নিজ দেহ সম্ভূত তেজোপ্রভাবে শত্রুদহনকালে অগ্নিবর্ণা, অগ্নিলোচনা।

এই ঊষালগ্নে, হে মহাদেবী, তোমার উদ্বোধনে বাণীর ভক্তিরসপূর্ণ বরণ কমল আলোক শতদল মেলে বিকশিত হোক দিকে-দিগন্তে;

হে অমৃতজ্যোতি, হে মা দুর্গা, তোমার আবির্ভাবে ধরণী হোক প্রাণময়ী।

জাগো! জাগো, জাগো মা!
জাগো, জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী।
অভয়া শক্তি, বলপ্রদায়িনী, তুমি জাগো।
জাগো, তুমি জাগো।
প্রণমি বরদা, অজরা, অতুলা,
বহুবলধারিণী, রিপুদলবারিণী, জাগো মা।
শরন্ময়ী, চণ্ডিকা, শঙ্করী জাগো, জাগো মা।
জাগো অসুর বিনাশিনী, তুমি জাগো।
জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী।

অভয়া শক্তি, বলপ্রদায়িনী, তুমি জাগো।জাগো, তুমি জাগো।

দেবী চণ্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তাঁর আদি নেই, তাঁর প্রাকৃত মূর্তি নেই, এই বিশ্বের প্রকাশ তাঁহার মূর্তি।নিত্যা হইয়াও অসুর পীড়িত দেবতা রক্ষণে তাঁহার আবির্ভাব হয়।দেবীর শাশ্বত অভয়বাণীপূর্বকল্প অবসানের পর প্রলয়কালে সমস্ত জগৎ যখন কারণ-সলিলে পরিণত হল, ভগবান বিষ্ণু অখিল-শক্তির প্রভাব সংহত করে সেই কারণ-সমুদ্রে রচিত অনন্ত-শয্যা ‘পরে যোগনিদ্রায় হলেন অভিভূত।

যোগী আদিত্যনাথ সরকারের আমলে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশ : হরদীপ পুরী

লখনউ, ৫ অক্টোবর (হি.স.): যোগী আদিত্যনাথ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী। বললেন, যোগী আদিত্যনাথ সরকার আসার পর থেকে দ্রুততার সঙ্গে প্রগতি হচ্ছে উত্তর প্রদেশের। একইসঙ্গে আক্রমণ করেছেন পূর্ববর্তী সমাজবাদী পার্টির সরকারকে। মঙ্গলবার লখনউয়ের ইন্দিরা গান্ধী প্রতিষ্ঠানে আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের অধীনে আয়োজিত ’নিউ আর্বান ইন্ডিয়া : ট্রান্সফরমিং আর্বান ল্যান্ডস্ক্যাপ” কনক্লেভে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, ২০১৪ সালের আগে উত্তর প্রদেশে মাত্র চারটি বিমানবন্দর ছিল। বিজেপি সরকার আসার পর উত্তর প্রদেশে ৮টি বিমানবন্দর চলছে। কুশীনগরের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর প্রায় প্রস্তুত। অযোধ্যাতেও বিমানবন্দর তৈরির জন্য কাজ করতে হবে। জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে। শুধুমাত্র উত্তর প্রদেশ নয়, দেশ এবং আন্তর্জাতিক স্তরের যোগাযোগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে।

পূর্ববর্তী সমাজবাদী পার্টির সরকারকে আক্রমণ করে হরদীপ সিং পুরী বলেছেন, সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনার অধীনে মাত্র ২০ হাজার বাড়ি তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী যোগী এই সংখ্যাটি ২০ লক্ষে নিয়ে গিয়েছেন। হরদীপ সিং পুরী আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশে আর্বান ইনভেস্টমেন্ট কংগ্রেস সরকারের চেয়ে সাতগুণ বেশি হয়েছে। তিনি বলেন, ২০০৪ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে আর্বান ইনভেস্টমেন্ট ছিল এক কোটি ৫৭ লক্ষ, ২০১৫ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১ কোটি ৮৩ লক্ষ। হরদীপ সিং পুরী আরও বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা ১৭.৩ লক্ষ ঘর অনুমোদন করেছে। ৮.৮ লক্ষ সুবিধাভোগীদের এখনও পর্যন্ত ঘর দেওয়া হয়েছে।

পূজোর হারানো স্মৃতি’

দীপক রঞ্জন কর

আজ নেই শরতের সেই শৈশবের হৃদয়ের সোনালী দিন গুলা,দিদির সাথে ভোর বেলার সেই শিশিরে ভেজা শিউলি ফুল তোলা। আজ

নেই মহালয়ার ভোরে ওঠার সেই ভাই বন্ধুদের সাথে বাই সাইকেল নিয়ে রাস্তায় প্রতিযোগিতা। বাবার ডাকে রেডিও তে কানপাতা। পূজার দিনের অপেক্ষায় নেই সেই উল্টো দিন গোনা, আর ক্যালেন্ডারে ক্রস দাগ কাটা। আজ পদ্মপুকুর থেকে পদ্ম গুচ্ছতুলে আনার ডানপিটে বন্ধুদের ডাক শোনা আর যায়না। পূজার ছুটির রোদ্র ঝলমলে দিনগুলি কিভাবে কাটাবো তার নেই পূর্ব পরিকল্পনা, নেই সেই উন্মাদনা।

আজ নেই,পাড়ার সেই বারোয়ারি পূজা মণ্ডপে সেই শৈশবের পুজো পুজো গন্ধ,খুঁজে পাইনা ঢাকের তালে মন মাতানো পুরানো ছন্দ। বাবার সাথে নতুন জুতো,পোশাক

কেনার কত শত বায়না। মায়ের কাছ থেকেও নানা অজুহাতে পয়সা নেওয়ার নেই ছলনা।

নেই সেই স্কুল থেকে আসার পথে, মূর্তি পাড়ায় মূর্তি তৈরীর কাজ দেখতে যাওয়ার অদম্য ইচ্ছা ও আনন্দ।বন্ধুদের থেকেও দামি খেলনা পিস্তল কিনা আর লম্বা বেলুন মাথায় লাগানোর অমলিন আনন্দ। ঢাকের তালে দু-তিনটে ধুনুচি নিয়ে সমবেত নাচ যে আজকাল প্রায় বন্ধ।

মনে পড়ে,বন্ধুরা মিলে মণ্ডপ সাজানোর সেই দুরন্ত বেলা, চাঁদার রশিদ বই নিয়ে বড় দাদাদের পিছু চলার একটা অহংকার। বোনদের ছিল রঙিন কাচের চুরি,মালা, ফিতা কেনার ধুম আর বাড়ি ঘরের উঠান আঙিনা সব ধুয়ে মুছে পরিষ্কার রাখার তাগিদ, পূজার আগেই বার বার বন্ধুদেরকে এনে পোশাক দেখানোতে ছিল মানসিক তৃপ্তি। বন্ধুদের পোশাকের সঙ্গে নিজের পোশাকের বারবার তুলনার দিনগুলা আর নেই ! নদী পারে কাশফুল দেখার সেই শৈশব , কবে যে হারিয়ে গেছে হৃদয় থেকে ঐসব ! নতুন পোশাকে মা -বাবার সাথে পুজোতে বেরোনো আজকাল বন্ধ, তাতে শান্তি ছিল,পাশে যে ছিল কি নিদারুণ আনন্দ ! মনে পড়ে, অষ্টমী পুজো ক্লাবে ক্লাবে গিয়ে একবারের জায়গায় দুই তিনবার প্রসাদ খাওয়ার লাইনের সেই বাল্য স্মৃতি ! পূজার দিনগুলিতে বাড়িতে ছিল আত্মীয় স্বজন অতিথিদের আসা-যাওয়ার বড় ব্যস্ততা।

মনে পরে ,বাল্য বন্ধুদের সাথে রাতভর
মণ্ডপে মণ্ডপে পূজা দেখতে যাওয়া আর
মটর,বাদাম, ঝাল চানাচুর খাওয়া গল্প।

প্রতিমা দেখতে গিয়ে কতটা ক্লাবে প্রতিমা দেখেছি তারও হিসাব ছিল প্রত্যেকের কাছে, পুজায় ঘুরে ঘুরে ক্লান্তিতে পঞ্চাশ পয়সার ছোলা কিনে চার বন্ধুতে ভাগ করে খাওয়া। তাতেও একটা পবিত্র সুখ ছিল। দশমীর দিন বিসর্জনে সময় মায়ের মূর্তি পিছুপিছু নদী ঘাট পর্যন্ত হ্যাজাক লাইটের আলোতে, ঢাকের তালে নাচতে নাচতে যাওয়া যে কি ছিল অপরিসীম আনন্দ ! মনে পড়ে, বিসর্জন সেরে এসে ভারাক্রান্ত মনে বাড়ির,পাড়ার গুরুজনদের কে বিজয়ের প্রণাম করা , আর কাকিমা জেঠিমার হাত থেকে জিলিপি খাওয়া,আবার একটি বছর ফিরে আসবে এই অপেক্ষায় থাকার দিনগুলি ক্রমে ক্রমে কালের সঙ্গে মুছে গেছে। হায় ! মন থেকে কবে জানি হারিয়ে গেছে সেই শৈশবের দুর্গাপূজা ? হারিয়ে গেছে অনাবিল আনন্দ উল্লাসের শৈশবের সব মজা!!

ঢেকে রাখা ঢাকের বিষণ্ণতা

অন্তরা ঘোষ

পুজো মানেই খুশির ছোঁয়া। পুজো মানেই প্রাণ খুলে আড্ডা। পুজো মানেই বয়সের ব্যবধানহীন এক আনন্দ। শরতের আকাশে বাতাসে একন পুজো পুজো গন্ধ। গ্রাম বাংলায় শস্য শ্যামল ক্ষেতে, কাশবনে, পুঞ্জিভূত মেঘে এখন আগমনীর সুর । উমা আসছেন বাপের বাড়ি। চারদিকে সাজ সাজ রব। বিদেশ বিভুঁইয়ে থাকা আত্মীয়-পরিজনারা সকলেই আসছেন তাদের আপনজনের কাছে। আর পুজো মানেই ঢাকের বোল। পুজো মানেই বাদ্যি, কাঁসর ঘণ্টা।

ঢাকের বোল ছাড়া দুর্গাপুজো ভাবাই যায় না। ষষ্ঠী থেকে দশমী অবধি আবাহন, বরণ আরতি বলি, সন্ধি পুজো, বিসর্জন প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ঢাকের বোল হবে এক এক রকম। আবাহনের যেমন বোল, আরতি বা রাবণে তেমন বোলহলে চলবে না। আবার সপ্তমীর দিন আমরা দেখি ভোর বেলায় কলা বৌ বা নবপত্রিকাকে দোলায় নিয়ে গিয়ে স্নান করানো ও আবার দোলায় করে নিয়ে আসা অব্দি পুরো পথটা ঢাকির ঢাকের বোল ছাড়া অসম্পূর্ণ। সকলে বাড়ির ভেতর থেকেই টের পেয়ে যায় ঢাকের আওয়াজে যে দোলায় করে কলা বই এসে গেছে। আবহমান কাল থেকেই দুর্গা পুজার সঙ্গে অঙ্গা অঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে ঢাকের বোল ও ঢাকিদের জীবন যাত্রী। চতুর্থী-পঞ্চমী থেকেই ঢাকিরা তাদের ঢাককে সাজাতে শুরু করে। সন্দুর কাপড় পরায়। ঢাকের পিছনে সাদা পালক লাগিয়ে সাজায়। ঢাকের সঙ্গে ঢাকির থাকে প্রাণের যোগ, আত্মার সম্পর্কপুজোর মরশুমেই ঢাকিদের যা রোজগার। অন্য সময় তাদের জীবনযাত্রার নির্বাহ হয় অন্য পেশায়। একটু বেশি রোজগারের আশায় পুজোর মরশুম আশেপাশের জেলা ও গ্রামগুলি থেকে ঢাকিরা দলে দলে চলে আসে কলকাতা বা মফস্বল শহরে। চব্বিশ পরগনা, হুগলি বাঁকুড়া, বীরভূম ইত্যাদি অনেক জেলার ছোট শহর ও গ্রাম থেকে ঢাকিরা এসে জড়ো হয় শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে। অনেক পুজোর কর্মকর্তারা ওখানে ঢাকিদের ঢাক বাজানো শুনতে ভিড় করেন। শিয়ালদা স্টেশনে এসে বাচাই করে নেন তাঁদের পছন্দের ঢাকিকে। তারপর বায়না হয় বোধন থেকে বর্জির্সন অবধি। ঢাকে কাটি দেবার সঙ্গে সঙ্গে ডাকের তালে তালে নানা ধরনের নাচ নাচে ঢাকিরা। চরকি, ঝাঁপ, ঘূর্ণিষ হাফ চরকি নীচের সঙ্গে সঙ্গে পড়তে থাকে ঢাকে কাঠি। আরতির সময় ঢাকিরা যখন মাতোয়ার হয়ে ঢাক বাজায় তখন মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তিতে যেন উপচে পড়ে খুশির ঝলক। আবার বিসর্জনের সময় ঢাকির বোলে যেন কন্যা বিদ্যায লগ্নের বিষাদের সুর। ঢাকের বোলের সঙ্গে সঙ্গে মায়ের চোখেও যেন বেদনাশ্রু। আর অন্যদিকে পুজোর দিনগুলিতে ঢাকিদের ঘরে বাজে দুঃখের বোল। এমন কথাই জানালেন বেশ কিছু গ্রামের ঢাকি পরিবার। সেই দিকটাই আমি এখানে তুলে ধরছি। উত্তর

দিনাজপুরের কালিয়াগঞ্জের প্রত্যন্ত এক গ্রাম ঢাকিপাড়া নামে পরিচিত। এই গ্রামের প্রায় প্রতিটি পরিবারের মানুষের জীবিকা ঢাক বাজানো। তাদের পিতৃপুরুষদের কাছ থেকে শেখা ঢাকের বোলকে তারা উপার্জনের উপায় হিসেবে বেছে নিয়েছে। বাঁকুড়া থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর কাছে বাঁকি সেঁদড়া গ্রামকেও অনেকে ঢাকিদের গ্রাম বলে। এই গ্রামের প্রায় ৯৫টি পরিবার উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাক বাজিয়ে সংসার চালায়। কিন্তু উৎসব অনুষ্ঠানে বেশিরভাগ ঢাকিকেই বাড়িতে রোজগারের আশায় যেতে হয় অন্য রাজ্যে। পুজোর পাঁচদিন আগেই ঢাকিরা রওনা দেয় সুদূর পাঞ্জাব, ওড়িশা, বেনারস, গুজরাট, দিল্লির পূজা মণ্ডপগুলিতে।

রামপুরহাটের কুসুম্বা গ্রামের বায়েন পাড়ায় ডাকি পরিবারদের ঘেরে পুজোর সময় জমাট বেঁধে থাকে মন খারাপের কালো মেঘ। কারণ প্রতিটি পরিবারের প্রিয় মানুষকে বাড়তি রোজাগারের আশায় যেতে হয় ভিন রাজ্যে। ভিন রাজ্যে পুজোমণ্ডপে ঢাক বাজিয়ে পয়সা রোজগার করে আনলে তবেই পুজোর পর ঘরের বাচ্চাদের জন্য নতুন কাপড় জামা মিষ্টি কিনতে পারে তারা। পুজোর সময় ঢাকি পরিবার বউ বাচ্চাদের মন খারপ হয়ে যায়। ঘরের প্রিয় মানুষটিকে নিজের গ্রামের পুজো ছেড়ে শরতের এক শিশির ভেজা বোরে অনিচ্ছা সত্ত্বেও বেরিয়ে পড়তে হয় বড় শহরে বা অন্য রাজ্যে পুজো মণ্ডপে ঢাক বাজানোর জন্য ইচ্ছে না থাকলেও পেটের দায়ে যেতেই হয়। দুর শহরে বা অন্য রাজ্যে আলোর রোশনাই ও জাকজমক পুজো প্যান্ডেলের ঢাকিরা যখন বাড়তি রোজগারের আশায় ঢাক বাজাচ্ছে ঠিক তখনই তাদের পরিবারের ঘরে টিম টিম করছে লম্প ও হ্যারিকেনের আলো আর চরম নিস্তব্ধতা। ঢাকিদের মন পড়ে থাকে সুদুর গ্রামে রেখে আসা পরিবার পরিজনদের কাছেই। পুজো বা উৎসব ছাড়া সারা বছরে এই ঢাকি পরিবারদের রোজগারপাতি তেমন কিছু হয় না। একশো দিনের প্রকল্পে কাজ করে বা হাতের তৈরি কিছু জিনিস বিক্রি করে কোনও ভাবে সংসার চলে। তাই পুজোর সময় বাড়িতি রোজগারের আশায় পরিবার পরিজন প্রিয়জনদের ছেনে ঘরের মানুষগুলোকে যেতেই হয় দূর দেশে। এখন সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে সাবেকি বোলের পরিবর্তে সমকালীন বাংলা বা হিন্দি গানের কদর অনেক বেশি। তাই ঢাকিরা পুজো উদ্যোক্তাদের আকর্ষণ করতে মাথায় ঘাম পায়ে ফেলে ঢাকের নানারকম অভিনব নিত্য নতুন বোল আবিষ্কার করে যান। কোথাও কোথাও ঢাকিদের ঢাক বাজানো প্রতিযোগিতাও করানো হয়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কোভিড টিকা বৈষম্য

অনুভব বেরা

কোভিড সুরক্ষায় প্রতিষেধক টিকাই বর্মের মতো কাজ করে। এ কথা আজ অবশ্য বুঝতে পেরেছে। একটা সময়ে টিকার কার্যকরিতা নিয়ে জনমানসে সংশয় ছিল, দ্বিধা ছিল। তা কাটলেও নতুন বিপত্তি রূপে দেখা দেয় টিকা নেওয়ার পরও কেন মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন? সে উত্তর ও প্রায় জানা গেছে। প্রতিষেধক টিকা নিয়ে কোভিডে আক্রান্ত হচ্ছেন ? সে উত্তরও প্রায় জানা গেছে। প্রতিষেধক টিকা নিয়ে কোভিড আক্রান্ত হলেও তার প্রভাব অল্পই, অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাসপাতালে যেতে হয় না। আর টিকা না নিলে সংক্রমণের আশঙ্কা প্রায় এগারো শতাংশ বেড়ে যায়। মৃত্যুর হার ও সেই পরিমাণ বাড়ে। বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি কোভিড আক্রান্ত নিরানব্বাই শতাংশ রোগীই হয় প্রতিষেধক টিকা নেয়নি বা দুটো ডোজ সম্পন্ন হয়নি। তাই বিশ্বের অধিকাংশ দেশে কোভিডের জন্য টিকা করণ কর্মসূচির ওফর জোর দিয়েছে। আমাদের দেশে নানা সমস্যার মধ্য দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টায় টিকাকরণ কর্মসূচি এগিয়ে চলেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক জানিয়েছেন ভারতে ৮৪.৮২ কোটি (২৪/৯/২১) মানুষকে কোভিডের টিকা দেওয়া হয়েছে। সন্তোষজনক বলা যেতে পারে। আমেরিকা, জার্মানি, ব্রিটেন ফ্রান্সের মতো উন্নতাধনী দেশগুলোতে টিকা করণের হার অবশ্য একটু বেশি। তবে কোভিড টিকা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠেছে বিশ্বের প্রায় ১৯৫ দেশের প্রায় ৭৬০ কোটি মানুষের টিকা করণ প্রক্রিয়া কতটা এগিয়েছে? বিশ্বের ধনীও দরিদ্র দেশ নির্বিশেষে এই টিকা শতকরা কত জন পেয়েছেন? টিকা পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বৈষম্য হচ্ছে কি? সম্প্রতি রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তেনিয়ো গুয়োরেজ একটি বৈঠকে বলেছেন বিশ্বে ৫৭০ কোটির বেশি ডোজ টিকাকরণ হয়েছে। কিন্তু ৭৩ শতাংশ পেয়েছে বিশ্বের ১০টি দেশ। তালিকা দেখলে বোঝা যায় যে এ গুলো মুখ্যত ধনী ও উন্নয়নশীলদেশ। রাষ্ট্রসঙ্ঘ জানিয়েছে বিশ্বের অন্তত ১৫ টি দেশ (বেশির ভাগই আফ্রিকার) জনসংখ্যার মাত্র তিন শতাংশও প্রথম ডোজটি পায়নি। এই তিনশতাংশও প্রথম ডোজটি পায়নি। এই প্রতিবেদন লেখার সময় জানা যায় কঙ্গো ১ শতাংশ, হাইতি-৪ শতাংশ, ক্যামেরুন-১.৪ শতাংশ, সোমালিযা ১.৬ শতাংশ, মালি ১.৬ শতাংশ, লাইবেরিয়া-২.১ শতাংশ, নাইজেরিয়া-২.২ শতাংশ, ইথিয়োপিয়া-২.৩ শতাংশ, ঘানা-২.৮ শতাংশ মাত্র টিকাকরণ হয়েছে। বোঝা যাচ্ছে গরিব দেশগুলোতে টিকাকরণ প্রক্রিয়া একেবারে এগোয়নি। কারণ স্পষ্ট, টিকা কেনার টাকা নেই, নেই উপযুক্ত স্বাস্থ্য পরিকাঠামো ও স্বাস্থ্য কর্মী। এই পরিস্থিতিতে ধনী দেশগুলো এগিয়ে আসেনি। তারা নিজেদেরকেই নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, সম্পদের অহংকার আর আর্থিক সচ্ছালার দম্ভে তারা দূরে সরিয়ে রেখেছে এইসব গরিব দেশগুলোকে। কিন্তু এতে কি সুরক্ষিত থাকতে পারবে তারা? করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রকৃতি এমনই বিশ্বের কোন জায়গায় এক সংক্রমণের লেশ মাত্রও থেকে যাওয়ার অর্থ, বিপদ থেকে যাওয়া। টিকাহীন অঞ্চল গুলোতে সংক্রমণ বাড়বে এবং ভাইরাসের নতুন নতুন ভ্যারিয়েন্ট গুলো বিশ্ব কাঁপাবে। গবেষণায় জানা গেছে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ যত বাড়বে ততই আসবে নতুন ভ্যারিয়েন্ট। কোভিডের আলফা, বিটা, গামা, ডেল্টা, কাপ্পাভ্যারিয়েন্ট গুলো এসেছে। এদের মধ্যে ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণ ক্ষমতাবেশ উচ্চ। কোভিড প্রতিরোধে ফাইজার, মডার্নার তৈরি, টিকা, ভারতে প্রচলিত কোভ্যাকসিন,কোভিডশিল্ড ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের বিরুদ্ধে আশানুরূপ কাজ করছে। কিন্তু বিপদের সংকেতে নিয়ে হাজির কোভিডের ‘মিউ’ ভ্যারিয়েন্ট। এখনও পর্যন্ত ৩৯টি দেশে এটি দেখা গেছে। প্রশ্ন উঁকি দিয়েছে এর বিরুদ্ধে প্রচলিত টিকা কি কাজ করবে? উত্তর সময়ের গর্ভে। কোভিডের টিকা মানব সভ্যতাকে এক গুরুতর সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করছে বলা যায়। কিন্তু এতেও বিতর্ক পিছু ছাড়েনি। যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় কোভিড ১৯ এর টিকা তৈরি হল তা অন্যান্য সংক্রমক অসুখের বিরুদ্ধে লড়াইতে তৈরি হয়নি কেন? আমাদের মনে রাখতে হবে পোলিওর টিকা, হেপাটাইটিসের টিকা বের করতে বেশ কয়েক দশক লেগে ছিল। এক কোভিডের জন্য ২০০ টিরও বেশি টিকা (এর মধ্যে বেশ কয়েকটি বাজারে এসেছে বা ওষুধ যখন পরীক্ষাধীন সেখানে অত্যন্ত সংক্রমক ৪১টি অসুখের মাত্র ২৫০ টিকা ও ওষুধ পরীক্ষাধীন। এর অন্তর্নিহিত কারণ কি? একপক্ষ বলেছেন-কোভিড ১৯ পশ্চিমের ধনী দেশগুলোকে বিপর্যস্ত করেছে তাই তাদের কাছে এটিকে নিয়ে গবেষণা গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। কিন্তু এই ৪১টি সংক্রমক রোগ প্রধানত দরিদ্র দেশকে বিপন্ন করে বেশি, যাদের না আছে অর্থ, না আছে গবেষণার সুযোগ। তাই এই গুলোকে নিমূল করতে গবেষণা খাতে কোটি কোটি ডলার বিনিয়োগ করতে যাবে কে? এত ডলার কেনই বা শুধু শুধু খরচ করবে ওই সকল অপেক্ষাকৃত কম সংক্রমণ যুক্ত ধনী দেশ। বিপরীত যুক্তি অবশ্য আছে। কেউ কেউ বলছেন এডসের মতো অসুখের টিকা বা ওষুধের আবিষ্কারের প্রধান প্রধান অন্তরায়তার জটিল গঠন সে ক্ষেত্রে দেরি হওয়াটাই একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার। যাই হোক কোভিড টিকা বন্টনে বৈষম্য আছে তা ক্রমশ প্রকট হচ্ছে। আসলে বিশ্বের নধী ও দরিদ্রর মধ্যে বৈষম্য ও যে চিরকালের। তা দূর হবে কোন মন্ত্রে। তবুও তার মধ্যে থেকে সমগ্র মানব জাতির মঙ্গলার্থে কোভিড সহ অন্যান্য রোগ সারাতে সব দেশ এক যোগে কাজ করুক। মানবধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম হয়ে উঠুক।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

আগরতলা জব ফেয়ার অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি ঃ নিজস্ব।

যুব মোর্চার উদ্যোগে খিলপাড়া বালক শিশু নিকেতনের আবাসিক শিশুদেরকে শিক্ষা সামগ্রী বিতরন

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ৫ ই অক্টোবর।। রাজ্যের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়ের ৬২ তম জন্মদিন উপলক্ষ্যে বিজেপি গোমতী জেলা যুব মোর্চার উদ্যোগে খিলপাড়া বালক শিশু নিকেতনের আবাসিক শিশুদেরকে মধ্যাহ্নভোজেন করানো হয় এবং তাদের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরন করা হয়। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায়, যুব মোর্চার গোমতী জেলা সভাপতি সুকান্ত সাহা, সহ সভাপতি রাজীব দাস প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। যুব মোর্চা গোমতী জেলা কমিটির এই উদ্যোগকে এদিন সাধুবাদ জানান মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় সহ খিলপাড়া বালক শিশু নিকেতন কতৃর্পক্ষ। মঙ্গলবার ছিল ত্রিপুরা সরকারের কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর , পরিবহন ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়ের ৬২তম জন্মদিন। এর জন্মদিন উপলক্ষে বিজেপি রাধাকিশোরপুর মণ্ডলের যুব মোর্চার উদ্যোগে এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় গোমতী যাত্রী নিবাসে। ফিতা কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মেগা রক্তদান শিবিরের শুভ উদ্বোধন করেন ভারত সরকারের সামাজিক ও ন্যায় বিচার মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় ও ৩১ রাধা কিশোর পুর যুব মোর্চার সভাপতি রাকেশ শীল সহ আরো অন্যান্য নেতৃবৃন্দ । এই রক্তদান শিবিরে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক নিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে নেন। সেই সাথে রক্ত দানে যুব মোর্চার কর্মীদেরকে আরো বেশি করে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান রাখেন। এইদিনের মেগা রক্তদান শিবিরে মোট ৫০ জন যুব মোর্চা কর্মীরা রক্তদানে অংশগ্রহণ করেন। এ ছাড়া প্রনজিৎ সিংহ রায়ের জন্ম দিনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক উদয়পুর ত্রিপুরা সুন্দরী মায়ের মন্দিরের পূজো দিলেন এবং রাজ্য বাসীর নিকট প্রনজিৎ সিংহ রায়ের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। এই প্রার্থনায় উপস্থিত ছিলেন মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এছাড়া আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত সাহের ইচ্ছায় মাতাবাড়ি মন্দিরের পুরোহিতদের ব দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। পুরো বছরে দুবার -বৈশাখ মাসে পয়লা বৈশাখে ও পুজোর আগে ব দেওয়া হবে বলে প্রতিমা ভৌমিক জানান । ব পেয়ে মাতাবাড়ি মন্দিরের পুরোহিতরা যারপরনাই খুশি।

লখিমপুরের ঘটনায় ছেলের উপস্থিতির একটি ভিডিও দেখা গেলে পদত্যাগ করবেন : কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অজয় মিশ্র

লখনউ, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : লখিমপুর খেরির ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র। তিনি দাবি করেন, সেদিন ঘটনাস্থলে নাকি উপস্থিত ছিলেন না তাঁর ছেলে।সেই সঙ্গে তিনি এও চ্যালেঞ্জ করেছেন যে যদি কেউ ঘটনাস্থলে তার ছেলের উপস্থিতির একটি ভিডিও দেখায় তবে তিনি মন্ত্রীত্বের পদ থেকে পদত্যাগ করবেন।

উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরির ঘটনা নিয়ে এখান উত্তাল গোটা দেশ। বিভিন্ন মহল থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি উঠছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র এবং তাঁর ছেলে আশিসের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ। সেই সঙ্গে লখিমপুর ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্রের ছেলের প্রতি বিরোধীদের মনোভাব ক্রমেই চড়া হচ্ছে। এই অবস্থায় বিষয়টিনিয়ে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বলেন, ”আমি প্রতিনিয়ত আমার কথা বলছি। আমাদের কাছে প্রমাণ আছে যে আমি বা আমার ছেলে কেউ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। আমাকে আমার ছেলের উপস্থিতির একটি ভিডিও দেখান, আমি মন্ত্রী পদ থেকে পদত্যাগ করব। আমরা যেকোনও ধরনের তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। যারা দোষী, যারা এই সব পরিকল্পনা করেছে, তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে না।”

এদিকে, সিপিআই স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনিকে তার পদ থেকে পদত্যাগের দাবি জানিয়েছে। অজয় মিশ্র টেনির ছেলে আশিস মিশ্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। এ বিষয়ে আশিসে বলেন, আমার বিরুদ্ধে যদি মামলা দায়ের করা হয়, তাহলে কেন রাকেশ টিকাইতের বিরুদ্ধে নয়? আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না। যে বিজেপি কর্মীদের হত্যা করা হয়েছে তাদেরও ক্ষতিপূরণ পাওয়া উচিত।

উল্লেখ্য গত রবিবার লখিমপুরের ঘটনায় চারজন কৃষক সহ ৮ জনের মৃত্যু হয়। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শ্রীনগরে জঙ্গি হামলা, নিহত ৩ সাধারণ নাগরিক

শ্রীনগর, ৫ অক্টোবর (হি.স.): মঙ্গলবার পরপর জঙ্গি হামলা চলল জম্মু ও কাশ্মীরে। শ্রীনগরের ইকবাল পার্কের কাছে জঙ্গিদের গুলিতে মৃত্যু হল তিন সাধারণ নাগরিকের। মৃতদের মধ্যে আছেন এক কাশ্মীরি পণ্ডিত। যিনি শ্রীনগরে বিখ্যাত ওষুধ দোকান বিন্দ্রু মেডিকেটের মালিক। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শ্রীনগরের ইকবাল পার্কের কাছে নিজের ওষুধ দোকানেই ছিলেন ৬৮ বছরের মাখনলাল বিন্দ্রু। পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, জঙ্গিরাই বিন্দ্রুকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিল। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই শহরের হাওয়াল এলাকায় এক স্থানীয় দোকানিকে গুলি করে হত্যা করে জঙ্গিরা। বীরেন্দর নামে ওই ব্যক্তি ভেলপুরি বিক্রি করতেন। মাখনলালের মতো পয়েন্ট ব্ল্যাক রেঞ্জ থেকে তাঁকে গুলি করা হয়। বিন্দ্রু মেডিকেটের মালিকের উপর আক্রমণের ঘন্টাখানেকের মধ্যেই গুলি করা হয় বীরেন্দরকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। বীরেন্দরের মৃত্যুর কয়েক মিনিটের মধ্যে বন্দিপোরায় এক ব্যক্তিকে হত্যা করে জঙ্গিরা। পুলিশ জানিয়েছে, বন্দিপোরাক নেদখাই এলাকায় মহম্মদ শাফি লোন নামে ওই ব্যক্তিকে গুলি করা হয়। তিনি স্থানীয় ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের সভাপতি ছিলেন।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আবারও রেলে কাটা পড়ে মৃত্যু এক মাঝ বয়সী ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি,উদয়পুর, ৫ ই অক্টোবর।। আবারও রেলের চাপায় মৃত এক মাঝ বয়সী ব্যক্তি। ঘটনা মঙ্গলবার সন্ধ্যা আনুমানিক সাড়ে পাঁচটা। উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা পুলিশ ফাঁড়ির বগাবাসা এলাকায় রেল লাইনের ঘটনা।। মৃতব্যক্তির নাম বাবুল সাহা(৪৫)।মৃত ব্যক্তির বাড়ি বাগমা কড়ইয়ামুড়া এলাকায়। ঘটনার বিবরনে জানা যায় এদিন সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাবুল সাহা নামে এক ব্যক্তি রেল লাইন এর পাশে বসে ছিলেন। এমন সময় আগরতলা থেকে সাব্রুম গামী রেলটি এসে রেল ট্রেকে বসা বাবুল সাহাকে ধাক্কা মারে। এতে মৃত্যু হয় ৪৫ বছর বয়সী বাবুল সাহার। ট্রেন চলে যাওয়ার পর আশপাশের লোকজন প্রত্যক্ষ করেন ঐ ব্যক্তির দেহ রেল লাইনে সম্পূর্ণ দুমরে-মুচরে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় বাগমা পুলিশ ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে বাগমা থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি খোকন সাহা কড়ুইয়ামোড়া রেল লাইনের বগাবাসা এলাকায় আসেন। পুলিশ মৃত ব্যক্তির ক্ষত বিক্ষত দেহ উদ্ধার করে গোমতী জেলা হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যান ময়না তদন্তের জন্য। অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেন বাবুল সাহাকে বাচানোর জন্য মহিলারা লাল শারীর আঁচল , লাল গেনি ও অন্যান্য কাপড় দেখিয়ে ট্রেন থামানোর চেষ্টা করেন, তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আর এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা বাগমা বারভাইয়া পঞ্চায়েতে। আগামী কাল দুপুরে নিথর দেহ ময়না তদন্তের পর নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হবে। গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মানুষের অসচেতনতার জন্যই এই দুর্ঘটনা হয় বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।

দক্ষিণ সুদানে শান্তি প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের পক্ষ থেক পুরস্কৃত করা হল ৮৩৬ জন ভারতীয় সেনাকে

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি.স.): আন্তর্জাতিক মঞ্চে মুখ উজ্জ্বল হল ভারতের। ৮৩৬জন ভারতীয় শান্তি রক্ষাকারীকে মেডেল দিয়ে সম্মানিত করল রাষ্ট্রসঙ্ঘ। এই ভারতীয় সন্তানরা দীর্ঘদিন ধরেই দক্ষিণ সুদানে কর্মরত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীর সদস্য হিসেবে কৃতিত্বের নজির রাখার জন্য পুরস্কৃত করা হল ৮৩৬ জন ভারতীয় সেনাকে। রাষ্ট্রসঙ্ঘের তরফে মঙ্গলবার এ কথা জানান হয়েছে। দক্ষিণ সুদানের আপার নাইল প্রদেশের মলাক্কাল এলাকা থেকে সম্প্রতি ফিরে এসেছেন ওই ভারতীয় সেনারা।

সুদান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ২০১১ সালের ৯ জুলাই স্বাধীন হয়েছিল দক্ষিণ সুদান। কিন্তু এখনও সে দেশের ১০টি প্রদেশের মধ্যে অধিকাংশেই সুদানের মদতে পুষ্ট জঙ্গিদের সঙ্গে সংঘর্ষ চলছে দক্ষিণ সুদান সেনাবাহিনীর। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে গত এক দশক ধরে তাই মোতায়েন রয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষীরা। গত এক দশকে একাধিক বার দক্ষিণ সুদানের বিদ্রোহীদের নিশানা হয়েছে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ভারতীয় শান্তিরক্ষীরা। বেশ কয়েক জন অফিসার এবং জওয়ানের মৃত্যুও হয়েছে। কিন্তু প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও মলাক্কাল এলাকায় শান্তি ফেরাতে সক্ষম হয়েছে ভারতীয় বাহিনী। দক্ষিণ সুদানের ভারতীয় রাষ্ট্রদূত বিষ্ণু শর্মা মঙ্গলবার বলেন, “ভারতীয় সেনার এই কৃতিত্ব আমাদের গর্বিত করেছে।” দক্ষিণ সুদানে মোতায়েন রয়েছেন ১৮,৩০০ রাষ্ট্রসঙ্ঘের শান্তিরক্ষী। এর মধ্যে ভারতীয় সেনার সংখ্যা প্রায় ২,৪০০। দক্ষিণ সুদানে মোতায়েন ভারতীয় বাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল শৈলেশ তিনাইকর জানিয়েছেন, সেখানে মোতায়েন রাষ্ট্রসঙ্ঘের বাহিনীর মধ্যে রয়েছে ৭৩টি দেশের সেনা ও পুলিশকর্মীরা। তার মধ্যে সংখ্যার হিসেবে ভারতীয় সেনার অবস্থান দ্বিতীয়। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

করোনাকালে বলিউডের মুখোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গোৎসব হবে ভার্চুয়াল

মুম্বই, ৫ অক্টোবর (হি. স.) :করোনা থাকলেও আগের তুলনায় পরিস্থিতি অনেকটা নাগালের মধ্যে। তবে এই বছরেরও দুর্গাপুজো হবে অনেক নিয়ম এবং বেড়াজালের মধ্যে। এবারের পুজোতেই মেনে চলতে হবে কঠোর নিয়ম কানুন। যা মেনে বলিউডের মুখোপাধ্যায় পরিবারেও সার্বজনীন দুর্গোৎসব হবে ভার্চুয়াল। উত্তর বম্বে সার্বজনীন দুর্গা পুজো সমিতির সদস্যরা তাদের উৎসবকে লাইভ স্ট্রিমিং এবং সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়ার পথ বেছে নিয়েছেন। সবেমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পাবলিক স্পেস এবং ইভেন্টগুলো খুলে দেওয়া হয়েছে। তাই করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই যেন সুপার স্প্রেডার না হয়, তাই এই পথ বেছে নিয়েছেন বলিউডের মুখোপাধ্যায় পরিবার। বহু বছর ধরে বলিউডের মুখোপাধ্যায় পরিবারে দুর্গাপুজো হয়ে আসছে। প্রতিবছর মুখোপাধ্যায় পরিবারের প্রত্যেক সদস্য রানি মুখোপাধ্যায়, তনুজা, কাজল, তনিশা মুখোপাধ্যায়, অয়ন মুখোপাধ্যায়ও হাজির হন উৎসবের দিনগুলিতে বাড়ির পুজো প্যান্ডেলে। এছাড়াও এই উতসবে হাজির থাকেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা অজয় দেবগন এবং টেলিভিশন অভিনেতা মনীশ বহেল সহ আরও অন্যান্যরা। জানা যাচ্ছে, চলতি বছরও করোনার সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে ভার্চুয়ালি পুজো দেখানোর উপায়কে বেছে নিয়েছেন এই তারকা পরিবার। দুর্গাপুজোর সমস্ত কিছুই দেখা যাবে সোশ্যাল মিডিয়ায়। শোনা যাচ্ছে, মুখোপাধ্যায় পরিবার দুর্গাপুজোর লাইভ স্ট্রিমিংও ব্যবস্থা করবেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

প্রমোদতরীতে মাদক-পার্টি নিয়ে তদন্ত শুরু করল মুম্বই পুলিশও

মুম্বই, ৫ অক্টোবর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সংস্থা ‘নারকোটিক্স কন্টোল ব্যুরো’ (এনসিবি)-র পাশাপাশি গোয়াগামী প্রমোদতরীতে মাদক-পার্টি নিয়ে মঙ্গলবার শুরু হল সমান্তরাল তদন্ত। প্রাথমিক তথ্য-প্রমাণ খতিয়ে দেখে মুম্বই পুলিশ দাবি করেছে, ওই প্রমোদতরীতে পার্টির আয়োজনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি নেওয়া হয়নি।

মুম্বই পুলিশ মঙ্গলবার জানিয়েছে, ওই প্রমোদতরী ঠিক কোন কারণে মুম্বই থেকে গোয়া যাত্রা করেছিল তা জানতে সংশ্লিষ্ট সংস্থা এবং মুম্বই পোর্ট ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলা হবে। মুম্বই পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, “করোনা পরিস্থিতির কারণে রাজ্যে এখন বিপর্যয় মোকাবিলা আইন বলবৎ রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রমোদতরীর যাত্রা এবং অনুমতি ছাড়া পার্টির আয়োজন করে সেই আইনের ১৮৮ নম্বর ধারা ভাঙার যে অভিযোগ উঠেছে, সে বিষয়েও তদন্ত হবে।”ওই পুলিশ আধিকারিক জানান, রাজধানী মুম্বই-সহ গোটা রাজ্যে যে কোনও অনুষ্ঠান বা পার্টির আয়োজনের জন্য পুলিশি অনুমতি বাধ্যতামূলক। কারণ, রাজ্যে এখনও ১৪৪ ধারা জারি থাকায় সাধারণ ভাবে ৫ বা তার বেশি ব্যক্তির জমায়েত নিষিদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে কী ভাবে প্রমোদতরণীতে পার্টির আয়োজন হল তা তদন্ত করে দেখবেন তাঁরা। উল্লেখ্য, শনিবার রাতে মুম্বই থেকে গোয়াগামী একটি প্রমোদতরীতে চলা মাদক পার্টি থেকে শাহরুখ-তনয় আরিয়ান খানকে আটক করে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনসিবি। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, দীর্ঘ জেরার পর মাদক সেবনের কথা স্বীকার করেন আরিয়ান। এর পরেই মাদক-কাণ্ডে গ্রেফতার করা হয় তাঁকে। আরিয়ানের পাশাপাশি এই ঘটনায় গ্রেফতার হন আরবাজ মার্চেন্ট, মুনমুন ধামেচা, নূপুর সারিকা, ইস্মিত সিং, মোহক জয়সওয়াল, বিক্রান্ত চৌকার এবং গোমিত চোপড়াও। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গুজরাটে গেরুয়া ঝড়, গান্ধীনগর-সহ র ৩ পুরসভা জয় বিজেপির

গান্ধীংর, ৫ অক্টোবর (হি. স.) : গুজরাতে বিজেপি-র জয়ের ধারা অব্যাহত। গুজরাটের গান্ধীনগরের পুরসভা নির্বাচনে গেরুয়া ঝড়। মঙ্গলবার ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ৪৪টি আসনের মধ্যে ৪১টিতে জয় পেল বিজেপি ।কার্যত ধুয়েমুছে গেল কংগ্রেস। তারা পেল দু’টি আসন। অন্যদিকে আম আদমি পার্টি পেয়েছে মাত্র ১টি আসন।

রবিবার সম্পন্ন হয় ভোটদান। মঙ্গলবার সকালে গণনা শুরু হতেই ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে যায় বিরোধীদের কার্যত উড়িয়ে দিয়ে নিরঙ্কুশ ফলাফল করবে বিজেপি। শেষ পর্যন্ত সেই ট্রেন্ড বজায় রেখে সাফল্য পেল গেরুয়া শিবির। গান্ধীনগর ছাড়াও আরও তিন পুরসভায় নির্বাচন ছিল। তার মধ্যে দু’টি বিজেপি জিতলেও দেবভূমি দ্বারকা জেলার ভানওয়াড় পুরসভায় জিতল কংগ্রেস। ১৯৯৫ সাল থেকে ভানওয়াড়ে ক্ষমতায় ছিল বিজেপি। কিন্তু এবার সেখানে কার্যত উলট পুরাণ ঘটাল কংগ্রেস।

২৪টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস জিতেছে ১৬টিতে। বিজেপি-র দখলে ৮। এদিকে ওখা পুরসভায় জিতেছে বিজেপি। সেখানে ২৬টি আসনের মধ্যে গেরুয়া শিবির পেয়েছে ৩৪টি। বনসকাঁটা জেলার থারা পুরসভাতেও জিতেছে বিজেপি।

এদিকে গান্ধীনগরের নিরঙ্কুশ জয়ে উচ্ছ্বসিত স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। সাংবাদিক সম্মেলনে গুজরাটের বিজেপি সভাপতি সিআর পাতিল জানান, এই ফলাফল থেকে প্রমাণ হয়ে গেল তৃণমূল স্তরে মানুষের সঙ্গে তাঁর দলের যোগাযোগ কতটা নিবিড়। তাঁর কথায়, ”ভোটাররা আপকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এই জয় বিজেপির জন্য ঐতিহাসিক। যা প্রমাণ করে দেয় গুজরাটের ভোটাররা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপরে কতটা আস্থাশীল।”

গত এপ্রিলেই নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু কোভিডের দাপটের কারণে পিছিয়ে দেওয়া হয় ভোট। অবশেষে অক্টোবরে এসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ভুপেন্দ্র প্যাটেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর গুজরাটে এটাইছিল প্রথম বড় নির্বাচন। এবারের নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে কংগ্রেসের পাশাপাশি কড়া লড়াই ছিল আপেরও। গত ২৯ সেপ্টেম্বর আপ নেতা মণীশ সিসোদিয়াকে দেখা যায় রোড শো করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশের পরে দেখা গেল বিজেপি কার্যত দাঁড়াতেই দেয়নি কাউকে। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

অসমে বিধানসভা উপনির্বাচনে তিন আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা কংগ্রেসের
প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে অন্যায়ভাবে হেফাজতে নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ : এপিসিসি

গুয়াহাটি, ৫ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ৩০ অক্টোবর অসমের পাঁচ আসনে অনুষ্ঠেয় উপনির্বাচনে তিন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। এদিকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ অন্যায়ভাবে হেফাজতে নেওয়ায় অসম প্রদেশ কংগ্রেস তীব্র নিন্দা জানিয়েছে।

আজ মঙ্গলবার অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি (এপিসিসি)-র সদর দফতর রাজীব ভবনে প্রাক্তন সাংসদ তথা এপিসিসির উপ-সভাপতি দ্বিজেন শর্মা সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে তিনটি বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনে প্রার্থীর তালিকা ঘোষণা করেছেন। সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মুকুল ওয়াসনি স্বাক্ষরিত এক বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি জানান, ২৮ নম্বর গোসাঁইগাঁও আসনে জুয়েল টুডু, ৫৮ নম্বর তামুলপুরে ভাস্কর দাহাল এবং ১০৭ নম্বর থাওড়ায় মনোরঞ্জন কেঁওর দলীয় টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এআইসিসির সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধীর অনুমোদন অনুযায়ী এই তিন প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে, জানান দ্বিজেন শর্মা। বাকি দুই আসন মরিয়নি এবং ভবানীপুর আসনে দুই প্রার্থীর নাম শীঘ্র প্রকাশ করা হবে বলে, জানান তিনি।

এদিকে, সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ অন্যায়ভাবে হেফাজতে নেওয়ার পাশাপাশি তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টাজনিত ঘটনায় অসম প্রদেশ কংগ্রেস তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে। এপিসিসির উপ-সভাপতি দ্বিজেন শর্মা এ ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বলেন, তিনদিন আগে উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেরিতে কৃষকদের প্রতিবাদী কর্মসূচিতে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ছেলে গাড়ি চালিয়ে ছয় কৃষককে ঘটনাস্থলে মেরে ফেলেছেন। ওই ঘটনায় হতাহতদের পরিবার এবং ঘটনার খোঁজ নেওয়ার উদ্দেশ্যে খেরিতে যাওয়ার পথে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ অন্যায়ভাবে আটক করেছে। কেবল তা-ই নয়, তাঁকে অপদস্থ করারও চেষ্টা করেছিল পুলিশ। সামগ্রিক এই ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির উপ-সভাপতি।

তিনি বলেন, এক সময় অটলবিহারী বাজপেয়ী বিরোধী দলনেতা থাকাকালে কংগ্রেস তাঁকে যথেষ্ট সম্মান দিয়েছিল। অথচ আজ বিরোধী দলকে অপমান ও অপদস্থ করে বিজেপি সরকার গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চাইছে বলে অভিযোগ এনে প্রদেশ কংগ্রেসের উপ-সভাপতি আরও বলেন, ঠিক একইভাবে অসমের রাজকন্যা বরুয়া নামের এক যুবতী মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে আটজন কর্তব্যরত শ্রমিক এবং একজন সাধারণ নাগরিককে গুরুতর আহত করেন। ওই ঘটনায় একজনের দুটি পা কেটে ফেলতে হয়েছে। রাজকন্যা বরুয়া এতই প্রভাবশালী যে দুর্ঘটনার পরের দিন ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই জামিনে মুক্তি পেতে সক্ষম হয়েছেন। পুলিশের সহযোগিতায় দুর্বল কেস ডায়েরি তৈরি করার জন্য এই অসম্ভবকে সম্ভব করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দ্বিজেন শর্মা। এখানেই না থেমে তিনি আরও বলেন, যে সব পুলিশ অফিসার এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করে আটজন শ্রমিককে শীঘ্র যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি দুর্ঘটনায় দুই পা হারানো ব্যক্তিকে কৃত্রিম পা লাগানোর ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছে প্রদেশ কংগ্রেসের উপ-সভাপতি দ্বিজেন শর্মা।

কৃষক আন্দোলনের উপর গুলি চালানোর ঘটনার প্রতিবাদ কর্মসূচি প্রদেশ কংগ্রেসের। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

শ্যাম্পু ও কন্ডিশনারই ব্যবহার করুন

স্টাইল করার জন্য আপনি প্রায়শই চুলে রঙ করেন, নানান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে। এতে আপনাকে সুন্দরও দেখায়। কিন্তু তারপর আপনার চুলের কী অবস্থা হয় ভেবে দেখেছেন? আজকাল অনেকেই রুক্ষ, শুষ্কের চুলের অভিযোগ জানান। এর পিছনে দূষণ যে দায়ী সেই বিষয় কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনার জীবনধারাও আপনার চুলের ক্ষতি করে।

রুক্ষ, শুষ্ক চুলে সতেজতা নিয়ে আসার জন্য আপনার নিয়ে এসেছি কয়েকটি দারুণ উপায়। জীবনধারায় মৌলিক পরিবর্তনের দ্বারাই আপনি শুষ্ক চুলের সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারেন। তাহলে চলুন দেরি না করে দেখে নেওয়া যাক কীভাবে যত্ন নেবেন আপনার শুষ্ক চুলের।

প্রথম নিজের চুলের টেক্সচার অনুযায়ী শ্যাম্পু ও কন্ডিশনার বেছে নিন। সালফার ও প্যারাবিন মুক্ত শ্যাম্পুকেই বেছে নেবেন। তার সঙ্গে খুঁজে নিন যাতে রয়েছে ময়েশ্চার। চুলকে ময়েশ্চারাইজিং করবেন এমন শ্যাম্পু ও কন্ডিশনারই ব্যবহার করুন। চুল অতিরিক্ত পরিমাণে শুষ্ক হয়, তাহলে একটু বেশি সময় ধরে কন্ডিশনার চুলে লাগিয়ে রাখুন। এতে চুলের শুষ্কভাব ধীরে ধীরে কেটে যাবে। আপনি যদি গরম জল দিয়ে চুল ধুয়ে থাকেন তাহলে চুলের ক্ষতি হওয়া অনিবার্য। এতে চুলের প্রাকৃতিক টেক্সচার ও তেল নষ্ট হয়ে যায় এবং চুল রুক্ষ ও শুষ্ক দেখায়। সাধারণত আমরা শীতকালে এই ভুলটাই করে থাকি, তাই তার প্রভাবও আমাদের চুলের ওপর পড়ে। সব সময় ঠান্ডা জল দিয়ে চুল ধোবেন। ঠান্ডা জল চুলের আর্দতা এবং মাথার ত্বকের ছিদ্রগুলিকে বন্ধ করে রাখে, এতে ময়লা এবং বিষাক্ত পদার্থ ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। নিয়মিত চুলের যত্নে সিরামকে যুক্ত করুন। চুলের জোট ছাড়ানো থেকে শুরু করে চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে সহায়ক সিরাম। বাজারে একাধিক সিরাম উপলব্ধ। এছাড়াও আপনি বাড়িতেও সিরাম বানিয়ে পারবেন। প্রতিদিন চুলে শ্যাম্পু করবেন না। এতেও ক্ষতি হয় চুলের। যদি সেরকম প্রয়োজন পড়ে তাহলে চুলে ড্রাই শ্যাম্পু ব্যবহার করতে পারেন। চুলের ওপর বেশি গরম প্রয়োগ করবেন না। আপনি যে কোনও ধরনের যন্ত্রপাতিই ব্যবহার করুন না কেন তাতে কম বেশি ক্ষতি হয় চুলের। হিটিং, স্টেটনিং এই ধরনের বিষয়গুলি আবশ্যক না হলে এড়িয়ে যাওয়াই ভাল। তাছাড়া নিয়মিত চুলে তেল এবং হেয়ার মাস্ক ব্যবহার করুন। মাসে একবার হলেও স্পা করান। এই সব বিষয় গুলি মেনে চলুন এবং চুলকে সুন্দর ও উজ্জ্বল রাখুন।

পোলাও তৈরি করুন তবে একটু অন্যরকম স্বাদের

পোলাও খাবারের এমন একটা অংশ যেটা সব সময়ই জিভে জল আনতে পারে। পোলাও অনেক রকম ভাবে তৈরি করা যায়। কখনও এটা খুব মশলাদার করা যায়, আবার কখনও খুব হালকা করেও রান্না করা যায়। আজ আপনার জন্য দেওয়া হল মাছের মাথা দিয়ে ছানার মোতি পোলাওয়ের রেসিপি। এটা বানাতে আপনার কম বেশি ৪০ মিনিট লাগতে পারে।

উপকরণ: (২ থেকে ৩ জনের পরিবেশনের ক্ষেত্রে) ১ টি রুই মাছের বড় মাথা ২ কাপ গোবিন্দভোগ চালের ভাত ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ১/২ কাপ দুধ ২ টেবিল চামচ কাজু ও কিসমিস ১ ফেঁটা গোলাপ জল ১ ফেঁটা কেওড়া জল ১ চা চামচ গরমমশলা গুঁড়ো১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো

১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ শুকনোলঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ ভাজা মশলা গুঁড়ো ২ টি কাঁচালঙ্কা ১ টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি ১ চা চামচ আদা বাটা ১ টি তেজপাতা ১ টেবিল চামচ ঘি ১/৪ কাপ রিফাইন্ড অয়েল স্বাদ মতো নুন ১ টেবিল চামচ চিনি ছানার মোতি বানাতে লাগবে- ৫০০ মিলিলিটার দুধ ১ টি গোটা পাতিলেবুর রস ১/৪ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ ময়দা ১/৪ চা চামচ গরমমশলা গুঁড়ো স্বাদ মতো নুন ১/৪ কাপ রিফাইন্ড অয়েল

পদ্ধতি: প্রথমে মাছের মাথায় নুন ও হলুদ গুঁড়ো মাখিয়ে তেলে দিয়ে দু’’দিক ভাল করে ভেজে নিতে হবে। একটি পাত্রে লিকুইড দুধ ঢেলে জ্বাল দিতে হবে। দুধ ফুটে গেলে পাতিলেবুর রস দিয়ে দিন। ছানা কেটে গেলে কাপড়ে ছেঁকে ঠান্ডা জলে কয়েকবার ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। ছানার সঙ্গে এবার নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, ময়দা দিয়ে একসঙ্গে মেখে নিতে হবে। ছোট ছোট বল (মোতি) আকারে তৈরি করে নিয়ে লাল করে ভেজে তুলে নিতে হবে। একটি কড়াইতে ২ টেবিল চামচ তেল ও ১ টেবিল চামচ ঘি দিতে হবে। তেল গরম হলে তেজপাতা দিতে হবে। আদাবাটা ও সমস্ত গুঁড়ো মশলা, নুন ও চিনি সহযোগে সামান্য লিকুইড দুধ দিয়ে মিশিয়ে কড়াইতে ঢেলে দিন।

কিছুক্ষন পর ভাত ও কাজু-কিসমিস দিয়ে নেড়ে মাছের মাথা দিয়ে দিন। অল্প নাড়াচাড়া করে ১/২ কাপ লিকুইড দুধ ঢেলে দিতে হবে। এবার ওপরে অল্প ধনেপাতা কুচি, কাঁচালঙ্কা এবং ছানার মোতিগুলো ছড়িয়ে একদম সামান্য আঁচে কড়াই ঢেকে রাখুন।

স্বাদের ইলিশের কত পুষ্টিগুণ ? জেনেনিন

সামুদ্রিক মাছ ইলিশ। স্বাদে অতুলনীয় বলে মাছের জগতে ইলিশ রাজা। যদিও এর স্বাদ সবারই নেওয়া তবুও অপেক্ষায় থাকে আবার কখন খাবার প্লেটে পাওয়া যাবে এই রূপালী ইলিশ। বর্তমান সময়ে বাজার থেকে শুরু রাস্তাঘাটে প্রচুর ইলিশের দেখা মিলছে। দামও মোটামুটি আয়ত্তে।

ইলিশ খাওয়ার ধরন অনেক। ভাজা ইলিশ, সর্ষে ইলিশ, ভাপা ইলিশ, দই ইলিশ, পটল ইলিশ, ইলিশ পোলাউ এ রকম ৫০ রকমের রন্ধনপ্রণালী রয়েছে ইলিশ দিয়ে। এর সঙ্গে আছে ইলিশের ডিমও। যা অনেকের কাছে বেশ প্রিয়।

মজা করে ইলিশ তো খান! জানেন কি এই ইলিশের পুষ্টিগুণ? ১০০গ্রাম ইলিশে প্রায় ২১ দশমিক ৮ গ্রাম প্রোটিনের পাশাপাশি রয়েছে উচ্চ পরিমাণ ওমেগা তিন ফ্যাটি এসিড, নায়সিন, ট্রিপ্টোফ্যান, ভিটামিন, বি ১২, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামসহ অন্যান্য ভিটামিন ও মিনারেলস।

এবার জেনে নিন ইলিশ মাছের উপকারিতা এবং পুষ্টিগুণ-

খনিজ উপাদানে ভরপুর

ইলিশ মাছে আছে আয়োডিন, সেলেনিয়াম, জিঙ্ক, পটাশিয়াম। থাইরয়েড গ্ল্যান্ড সুস্থ রাখে আয়োডিন, সেলেনিয়াম উতসেচক ক্ষরণে সাহায্য করে যা ক্যান্সারের মোকাবিলা করতে পারে। এ ছাড়াও ইলিশে থাকা খনিজ বিশেষ করে ফসফরাস দাঁত এবং ক্যালসিয়াম হাড়ের পুষ্টির জন্য একান্ত অপরিহার্য। সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও লৌহ স্বাভাবিক শরীর বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় উপাদান।

হার্টের জন্য ভালো

ইলিশ মাছে প্রচুর পরিমাণ ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। যা রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা বাড়ায় না। সামুদ্রিক মাছ হিসেবে ইলিশে সম্পৃক্ত চর্বিও কম। যার ফলে ইলিশ খেলে হার্ট থাকবে সুস্থ।

রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে

ইলিশ মাছ রক্তনালির স্বাস্থ্য রক্ষায় ভালো। এতে ক্শঞ্ঙ ও ঙ্ছঙ নামক ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। তাই ইলিশ মাছ খেলে শরীরে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে থ্রম্বসিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে।

ত্বকের সৌন্দর্য বাড়ায়

ত্বকের সৌন্দর্য রক্ষায় ও রোদ থেকে ত্বকের ক্ষতি হওয়া প্রতিরোধে ইলিশ মাছের ওমেগা-৩ ফ্যাট সাহায্য করে। তাছাড়া ইলিশ মাছে থাকা প্রোটিন কোলাজেনের অন্যতম উপাদান। এই কোলাজেন ত্বক টাইট ও নমনীয় রাখতে সাহায্য করে।

চোখ ভাল রাখে

ইলিশের ভিটামিন-এ এবং ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চোখের সুস্থতা রক্ষায় সাহায্য করে। ইলিশ মাছ খেলে চোখের স্বাস্থ্য ভাল থাকে এবং চোখ উজ্জ্বল হয়। বয়সকালে দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসার মোকাবিলা করতে পারে এই ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড।

ভিটামিন এ, ডি এবং ই রয়েছে প্রচুর

ইলিশ মাছে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন এ, ডি এবং ই। বিশেষ করে ভিটামিন ডি খুব কম খাবারেই পাওয়া যায়। যা ইলিশে সহজেই মেলে। ইলিশে

থাকা ভিটামিন-এ রাতকানা রোগ প্রতিরোধ করে এবং ভিটামিন-ডি শিশুদের রিকেট রোগ থেকে রক্ষা করে। তাছাড়া এতে থাকা ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড অবসাদ, আলসার, কোলাইটিসের হাত থেকেও রক্ষা করে।

ইলিশ মাছ খেলে কারো কারো শরীরে অ্যালার্জি বা গ্যাসের উদ্রেক হতে পারে। সেক্ষেত্রে আগে বুঝতে হবে আপনার শরীরে ইলিশ মাছের বিরূপ প্রভাব আছে কিনা, থাকলে ইলিশ এড়িয়ে চলাই ভাল।

পানের আশ্চর্য গুণ ! জেনে রাখুন

রসিয়ে রসিয়ে মনের আনন্দে পান খান অনেকেই। কেউ কেউ নিয়মিত খেয়ে থাকেন আবার কেউ মাঝে মধ্যে খান। অনেকে আবার মুখ দুর্গন্ধমুক্ত রাখার জন্য পান চিবিয়ে থাকেন। এই পানের সঙ্গে সুপারি যেমন থাকে তেমনি থাকে অন্যান্য উপাদেয় সামগ্রী। পান তো স্বাদ বা মজার জন্য খেলেন, জানেন কি এর কত উপকার?

দেহের ক্লান্তি ও স্নায়ুবিক দুর্বলতা কাটানোর জন্য কয়েকটা পান পাতার রস এক চামচ মধু দিয়ে খেলে নাকি তা টনিকের মতো কাজ করে। খাবার হজম হতে সাহায্য করে। পান পাতা সেবনে দেহের চর্বি বা মেদ এবং ওজনও কমে বলে জানা গেছে।

এবার জেনে নিন পান খাওয়ার উল্লেখযোগ্য কিছু উপকারিতা-

হজমে সাহায্য করে

পান খেলে লালাগ্রন্থির নিঃসরণ বেড়ে যায়। এ লালার কারণেই হজমের প্রথম ধাপের কাজ শুরু হয়। লালার মধ্যে থাকা বিভিন্ন এনজাইম বা উতসেচক খাদ্যকে কণায় ভাঙতে সাহায্য করে যার ফলে হজম ভালো হয়। শুধু পান পাতা চিবিয়ে খেলেও এ উপকার পাওয়া যায়।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করে

খাবার গ্রহণের পর তার কণা মুখের ভেতরে, দাঁতের ফাঁকে লেগে থাকে। এগুলো ব্যাকটেরিয়া পচিয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে। পান খেলে তার রস জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে এসব ব্যাকটেরিয়াকে জন্মাতে দেয় না। যার ফলে মুখের স্বাস্থ্য ভালো থাকে এবং দুর্গন্ধমুক্ত হয়।

যৌন শক্তি বাড়ায়

এটি একটি পুরনো প্রথা তবে কার্যকর। পানের রস যৌন শক্তি বৃদ্ধি করে। আগেকার দিনে নববিবাহিতরা বেশি বেশি পান খেতেন।

গ্যাস্ট্রিক আলসার দূর করে

পান খেলে পেটে বায়ু জমে কম। যার ফলে গ্যাস্ট্রিক ও আলসার সৃষ্টির সুযোগ পায় না। পানের রস হজমে সাহায্য করায় তা পেটে বদ গ্যাস তৈরিও রোধ করে। যার ফলে পেট ফাঁপে না।

জন্মরোধ করে

পান গাছের শিকড় বেটে রস করে খেলে ছেলেপুলে হয় না। জন্ম নিরোধক বড়ি না খেয়েও এটা জন্মনিয়ন্ত্রণে সেবন করা যায়। বিভিন্ন দেশের গবেষণায় এর প্রমাণও মিলেছে।

উঁকুন মারে

মাথায় উঁকুন হলে স্নানের কিছুক্ষণ আগে পান পাতার রস মাথায় লাগিয়ে বসে থাকলে উঁকুন মারা যায়। এ কাজে ঝাল জাতীয় পান হলে ভালো হয়।

ফেঁড়া ফাটায়

পান পাতার চকচকে সবুজ পিঠে ঘি মাখিয়ে একটু সেঁক দিয়ে গরম করে ফেঁড়ার ওপর লাগিয়ে দিলে দ্রুত ফেঁড়া পেকে ফেটে যায়। আবার পাতার উল্টো পিঠে ঘি মাখিয়ে একইভাবে বসিয়ে রাখলে তা পুঁজ টেনে বের করে আনে। ঘিয়ের বদলে ক্যাস্টর অয়েল ব্যবহার করেও একই ফল পাওয়া যায়।

চর্মরোগ সারায়

দেহের কোথাও চুলকানি বা পাঁচড়া হলে সেখানে পান পাতার রস লাগিয়ে দিলে কয়েক দিনের মধ্যে তা ভাল হয়ে যায়।

মুখ ও দাঁতের উপকার করে

দাঁতের মাড়ি দূষিত হলে ফুলে যায় এবং ক্ষতের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পানের রসের সঙ্গে অল্প জল মিশিয়ে কুলকুলি করলে ধীরে ধীরে ক্ষত শুকিয়ে যায়। মুখগহ্বরে কোনো ক্ষত হলে পানের রসে তার উপশম হয়। পানের রসে এসকরবিক এসিড আছে যা একটি চমতকার এন্টিঅক্সিডেন্ট। এটা মুখের ক্যান্সারও প্রতিরোধ করে।

নখের ব্যথা সারায়

অনেক সময় নখের কোণায় ব্যথা হয়। এ অবস্থায় সেখানে কয়েক ফেঁটা পানের রস দিলে ব্যথা চলে যায়।

আঁচিল দূর করে

শরীরে আঁচিল হলে তার উপর কয়েক দিন পানের রস লাগান। এতে তা ধীরে ধীরে খসে পড়বে আঁচিল এবং ওই জায়গায় আর তৈরিও হবে না।

ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে

পান রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বলে গবেষণায় জানা গেছে। ফলে পানে রয়েছে ডায়াবেটিস প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য।

সর্দি বের করে

বুকের ভেতর কফ/সর্দি বা শ্লেষ্মা জমা হলে তা বের করতে পানের রস কার্যকর। এ ক্ষেত্রে পানের রসের সঙ্গে মধু মিশিয়ে কয়েক দিন খেতে হবে। এতে বুকে জমা কফ বেরিয়ে যাবে।

মাথা ব্যথা দূর করে

মাথা ব্যথা হলে কপালে পানের রস লেপে দিলে দ্রুত মাথা ব্যথা কমে যায়।

ক্ষত ও ব্যথা সারায়

পানের বেদনানাশক ও ক্ষত সারানোর ক্ষমতা আছে। কোথাও ব্যথা হলে পান পাতা বেটে মলমের মতো সেখানে লেপে দিলে দ্রুত ব্যথা কমে। দেহের ভেতরে কোথাও ব্যথা হলে পানের রস করে জলে মিশিয়ে তা শরবতের মতো খেতে হবে। শুধু পান পাতা চিবিয়ে এর রস খেলেও এ উপকার মিলবে।

ঠাণ্ডা লাগা দূর করে

ঠাণ্ডা লাগা সারাতে পান চমতকার কাজ করে। ঠাণ্ডা লাগলে সর্দি কাশিও হয়। এক্ষেত্রে পানপাতা গরম জল দিয়ে ছেঁচে রস বের করতে হবে। এ রসের সঙ্গে এক চিমটি গোলমরিচের গুঁড়া ও আদার রস মিশিয়ে খেতে হবে।

ক্ষুধা বৃদ্ধি করে

পাকস্থলী গড়বড় হলে সবই উল্টে যায়। খিদেও লাগে না। পাকস্থলীতে অম্লমান বা পিএইচের মাত্রা স্বাভাবিক না থাকলেই এরূপ হয়। পান তা স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে। শুধু পান পাতা চিবিয়ে খেলেও ক্ষুধা বাড়বে।

এন্টিসেপটিকের কাজ করে

কোথাও কেটে গেলে দ্রুত সেখানে পানের রস লাগিয়ে দিলে জীবাণু সংক্রমণের ভয় থাকে না। পান পাতা পলিফেনল বিশেষত চাভিকল নামক রাসায়নিক উপাদানে পূর্ণ। এটা জীবাণুর বিরুদ্ধে কাজ করে। এ ছাড়া সেখানে ফোলাও বন্ধ করে, ব্যথার উপশম করে।

পিঠে ব্যথার উপশম করে

নানা কারণে পিঠে ব্যথা হতে পারে। শোয়া থেকেও হয়। বয়স্কদের এ সমস্যা প্রায়ই দেখা দেয়। মাংসপেশির টান থেকেও এরূপ ব্যথা হতে পারে। এক্ষেত্রে ব্যথা জায়গায় পান পাতা দিয়ে সেঁক দিলে উপকার মেলে। এ ছাড়া পান পাতার রসের সঙ্গে নারিকেল তেল মিশিয়ে ব্যথা জায়গায় মালিশ করলে ব্যথা কমে।

মূত্র স্বল্পতা ও মূত্রকৃচ্ছতার উপশম করে

যাদের কম প্রস্রাব হয় বা প্রস্রাব করতে গেলে কষ্ট হয় তারা পান পাতার রস সেবন করে উপকার পেতে পারেন। এক্ষেত্রে ১টি পান পাতা ছেঁচে রস করে নিতে হবে। সেই রস একটু দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে উপকার হবে। এতে দেহে জল ধারণ ক্ষমতা বাড়বে ও মূত্রকৃচ্ছতা চলে যাবে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়

পান পাতায় আছে চমতকার এন্টিঅক্সিডেন্ট যা ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায় ও দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি প্রতিরোধ করে। এজন্য রোজ ১০-১২টি পান পাতা জলে ৫ মিনিট জ্বাল দিতে হবে। এরপর তা নামিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। একটু ঠাণ্ডা হলে তাতে কয়েক ফোটা মধু মিশিয়ে কুসুম গরম থাকতেই পান করুন। রোজ এটি খেতে পারলে ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যাবে।

শিশুদের পেট ব্যথা কমায়

পেটে ব্যথা হলে ছোট্ট শিশুরা কাঁদতে থাকে। বড় শিশুরা পেট চেপে ধরে কাতরাতে থাকে। এ অবস্থায় পান পাতার চকচকে পিঠে নারিকেল তেল মাখিয়ে তা গরম করে সেই পাতা পেটের ওপর চেপে ধরে সেঁক দিতে হবে। ৩-৪ মিনিট পর পর এভাবে কয়েকবার সেঁক দিলে পেটে ব্যথা কমে যাবে। খেয়াল রাখতে হবে সেঁকের সময় তাপটা যেন বেশি না হয়।

পোড়া সারায়

পুড়ে গেলে সেখানে প্রচণ্ড জ্বালাপোড়া হয়। পোড়া জায়গায় পান পাতা বেটে তার সঙ্গে ১ টেবিল চামচ মধু মিশিয়ে প্রলেপ দিলে যন্ত্রণার উপশম হবে ও পোড়া জায়গা শুকিয়ে যাবে।

তবে পানের কিছু দোষও রয়েছে। পানের নতুন পাতা শ্লেষ্মা বাড়ায়। পান হজম করে বটে তবে বেশি খেলে অজীর্ণ হয়। পানের বোঁটা ও শিরার রস ইন্দ্রিয়ের শক্তি কমিয়ে দেয়। তাই পানের বোঁটা খাওয়া উচিত নয়। যারা রুগ্ন, দুর্বল, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের তারা পান খাবেন না। মূর্চা রোগী, যক্ষ্মা রোগী ও যাদের চোখ উঠেছে তারাও পান খাবেন না।

তেঁতুলের আশ্চর্য কয়েকটি স্বাস্থ্যগুণ সম্বন্ধে জানুন

তেঁতুলের কথা শুনলেই অনেকের জিভে জল চলে আসে। তেঁতুলের আচার বা টক খেতে কে না ভালবাসেন! তবে জানেন কি শুধু স্বাদেই নয়, শরীর-স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও তেঁতুল অত্যন্ত উপকারী। তেঁতুলে এমন অনেক গুণ রয়েছে যেগুলো শরীর-স্বাস্থ্যের একাধিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে।

তেঁতুলে খাদ্যশক্তির পরিমাণ নারিকেল ও খেজুর ছাড়া অন্য সব ফলের চেয়ে অনেক বেশি। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সব ফলের চেয়ে ৫ থেকে ১০ গুণ বেশি আছে। তেঁতুলে অন্যান্য পুষ্টি উপাদান স্বাভাবিক পরিমাণে আছে। এবার জেনে নেওয়া যাক তেঁতুলের আশ্চর্য কয়েকটি স্বাস্থ্যগুণ সম্পর্কে- * একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, তেঁতুলের একাদিক ভিটামিন আর খনিজ উপাদান রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এক্ষেত্রে তেঁতুল শরবত করে খেতে পারেন।

* তেঁতুল রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে! তাই যারা নিয়মিত তেঁতুল খান, তাদের মধ্যে ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি অনেকটাই কম। * রক্তের খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে তেঁতুল অত্যন্ত কার্যকরী। এর ফলে কমে যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও।

* তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান যা ত্বকের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। * তেঁতুলের রস শরীরে এইচসিএ বা হাইড্রোক্সিসিট্রিক অ্যাসিডের মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করে। এই হাইড্রোক্সিসিট্রিক অ্যাসিড সহজে মেদ ঝরাতে সাহায্য করে।

* এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি আর অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান যেগুলো শারীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ক্ষত সারাতেও তেঁতুল অত্যন্ত কার্যকর। * তেঁতুলে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ম্যালিক অ্যাসিড, টারটারিক অ্যাসিড এবং পটাশিয়াম যা কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে।

জানেন কি, ব্রেকফাস্ট দেরিতে করলে কি হয় ?

অনেকের অভ্যাস সকালে কিছু না খাওয়া, অনেক বাচ্চারা আছে কিছু না খেয়েই স্কুলে চলে যায়, আবার অনেকে আছেন কাজবাজ সেরে দেরি করে সকালের নাস্তা খান। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠেই ফ্রেস হয়ে ব্রেকফাস্টটা মন দিয়ে সারা উচিত। বিশেষজ্ঞরা বলেন, স্বাস্থ্যের খাতিরে কখনই ব্রেকফাস্ট এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, প্রাতরাশ থেকেই প্রথমে শক্তি সরবরাহ হয় মস্তিষ্কে। রাত দশটায় পর খাবার খেলে এবং তা যদি অত্যধিক ক্যালোরিযুক্ত হয় তাহলে অবশ্যই পরদিন সকালে ভালো করে ব্রেকফাস্ট করুন। কিন্তু আমাদের দেশের সকলের অভ্যাসই হচ্ছে রাতের খাবারের পর সকালে ঘুম থেকে উঠে বাড়ির সব কাজকর্ম সেরে তারপরই খাওয়া। আর এতেই ক্ষতি হয় সবচেয়ে বেশি। এবার দেখে নিন সকালের ব্রেকফাস্ট দেরিতে সারলে কি ক্ষতি হয়- * ব্রেকফাস্ট দেরিতে করে খাওয়ার ফলে রক্তে ইনসুলিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। * এ রকম দেরি করে খাওয়ায় হরমোনের তারতম্য হয়। * খুব অল্প বয়সেই ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরলের নানা সমস্যা দেখা দেয়। * প্রেসার জাঁকিয়ে বসে শরীরে। এ থেকে মস্তিষ্কে দেখা দিতে পারে বিভিন্ন রোগও। * গ্যাসট্রিক বা অম্বল ডেকে আনে ব্রেকফাস্ট দেরিতে সারলে। চিকিতসকদের মতে ১৬ ঘন্টার বেশি কখনই গ্যাপ দেওয়া উচিত নয়। তাই ব্রেকফাস্ট কখনই বাদ দেওয়া যাবে না এবং দেরিও করা যাবে না।

আর মাত্র ৫ দিন বাকি। মূর্তি পাড়ায় চলছে জোর তৎপরতা প্রতিমা তৈরির। ছবি ঃ নিজস্ব

দু-দিনের সফরসূচি নিয়ে ইমফল পৌঁছলেন উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু

ইমফল, ৫ অক্টোবর (হি.স.) : দু-দিনের সরকারি সফরসূচি নিয়ে আজ মঙ্গলবার ইমফল এসেছেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। এদিন ইমফল বিমানবন্দরে ভারতীয় বায়ুসেনার হেলিকপ্টারে অবতরণ করলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান রাজ্যপাল লা গণেশন, মুখ্যমন্ত্রী নংথমবাম বীরেন সিংহ, রাজ্যের কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক এবং রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।

উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রথমবারের মতো উত্তর-পূর্বাঞ্চল সফরে বেরিয়েছেন ভেঙ্কাইয়া নাইডু। গত ৩ অক্টোবর অসমের রাজধানী গুয়াহাটিতে গিয়ে বেশ কয়েকটি সরকারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন। এর পর যান মেঘালয়ের শিলং। শিলং থেকে আজ এসেছেন মণিপুর। উপ-রাষ্ট্রপতির আগমনকে সম্মান জানাতে রাজভবনে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছিল আজ।

উপ-রাষ্ট্রপতি নাইডুর সফরকালে আইন-শৃঙ্খলার যাতে অবনতি না ঘটে তা নিশ্চিত করতে রাজ্য জুড়ে মোতায়েন করা হয়েছে স্পেশাল কমান্ডো। সন্দেহজনক বিভিন্ন স্থানে তল্লাশি অভিযানও চালিয়েছে কমান্ডো ও আধাসেনা। কেননা, মেঘালয়ে উপ-রাষ্ট্রপতির সফরের প্রাক্কালে ওই রাজ্যের ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল পিপলস পার্টির (এনপিপি) কার্যালয়ের সামনে একটি আইইডি উদ্ধার করা হয়েছিল। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুরেও কোনও দুষ্কৃতী যাতে অশান্তি সৃষ্টি না করতে পারে তার প্রতি লক্ষ্য রেখেই কমান্ডো মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, আগামীকাল ৬ অক্টোবর দু-দিনের ত্রিপুরা সফরে যাবেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কাইয়া নাইডু। ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায় স্মার্ট সিটি সহ একাধিক প্রকল্পের সূচনা করবেন উপ-রাষ্ট্রপতি।

গুয়াহাটিতে ছয় দলীয় আততায়ীর গুলিতে আহত ব্যক্তি, ভরতি হাসপাতালে

গুয়াহাটি, ৫ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরে প্রকাশ্য দিবালোকে ছয় দলীয় আততায়ীর গুলিতে বিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন জনৈক ব্যক্তি। আহতকে জনৈক লিটন মজুমদার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ লিটনকে বেসরকারি হায়াত হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনা আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যার খানিক আগে মহানগরের বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের কাছে সংগঠিত হয়েছে। প্রথামিকভাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, একটি ডাস্টার মডেলের কারে এসেছিল ছয় দুর্বৃত্ত। গাড়ি থেকে নেমে আচমকা গুলি ছুঁড়তে থাকে আততায়ীরা। তাদের গুলিতে বিদ্ধ হয়েছেন লিটন মজুমদার নামের এক ব্যক্তি। তবে অকুস্থলে জমায়েত মারমুখি জনতা দেখে দুর্বৃত্তের দলটি পালিয়ে বাঁচে। ডাস্টার গাড়িকে আটকে রাখেন জনতা। পুলিশ অফিসার জানান, সম্ভবত, দুর্বৃত্তের দলটি একটি জুয়েলারি দোকানে ডাকাতি করতে এসেছিল।

প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে হেফাজতে রাখা বেআইনি : চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি.স.): প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরম বলেছেন যে কংগ্রেসের মহাসচিব প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে বিগত ৩০ ঘণ্টা ধরে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ হেফাজতে রেখেছে। এটা অবৈধ। চিদম্বরম মঙ্গলবার একটি বিবৃতি জারি করে বলেন যে উত্তর প্রদেশ পুলিশ এই সময়ে আইনের অধীনে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। তিনি রাজনৈতিকভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাজ করছেন।

চিদম্বরমের মতে, গ্রেফতারকারী অফিসার প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে বলেছিলেন যে তাকে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় আটক করা হয়েছে। এই ধারার অধীনে কোনও ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা যাবে না। কিন্তু প্রিয়াঙ্কাকে ৩০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ইউপি-র সীতাপুরে পুলিশ হেফাজতে রেখেছে।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছিলেন যে আইন অনুসারে, একজন মহিলাকে সন্ধ্যার পরে এবং সূর্যোদয়ের আগে গ্রেফতার করা যাবে না। কিন্তু কংগ্রেস নেতাকে ভোর ৪.৩০ মিনিটে গ্রেফতার করা হয়। একজন পুরুষ অফিসার তাকে গ্রেফতার করে। এটা অবৈধ।

উল্লেখ্য, রবিবার উত্তরপ্রদেশের লখিমপুর খেড়িতে সংঘটিত হিংসতায় চার কৃষকসহ মোট আটজন নিহত হন। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী মৃত কৃষকদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে রবিবার রাতে লখিমপুর খেরিতে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু পথে তাকে বাধা দেওয়া হয়।

গুয়াহাটিতে ছয় দলীয় আততায়ীর গুলিতে আহত ব্যক্তি, ভরতি হাসপাতালে

গুয়াহাটি, ৫ অক্টোবর (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরে প্রকাশ্য দিবালোকে ছয়-দলীয় আততায়ীর গুলিতে বিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছেন জনৈক ব্যক্তি। আহতকে জনৈক লিটন মজুমদার বলে শনাক্ত করা হয়েছে। গুলিবিদ্ধ লিটনকে বেসরকারি হায়াত হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছে। ঘটনা আজ মঙ্গলবার বিকেলের দিকে মহানগরের বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের কাছে ধীরেনপাড়ায় সংগঠিত হয়েছে।

প্রথামিকভাবে প্রত্যক্ষদর্শীদের উদ্ধৃতি দিয়ে পুলিশের জনৈক আধিকারিক জানান, এএস ০১ ডিজে ৯৬০৬ নম্বরের একটি ডাস্টার মডেলের কারে এসেছিল ছয় দুর্বৃত্ত। একটি জুয়েলারি দোকানের সামনে এসে গাড়ি থেকে নেমে আচমকা গুলি ছুঁড়তে থাকে আততায়ীরা। তাদের গুলিতে বিদ্ধ হয়েছেন লিটন মজুমদার নামের এক ব্যক্তি। তবে অকুস্থলে জমায়েত মারমুখি জনতা দেখে দুর্বৃত্তের দলটি পালিয়ে বাঁচে। ডাস্টার গাড়িকে আটকে রাখেন জনতা। পুলিশ অফিসার জানান, সম্ভবত, দুর্বৃত্তের দলটি একটি জুয়েলারি দোকানে ডাকাতি করতে এসেছিল। তাছাড়া পূর্ব শত্রুতার জেরেও দোকান মালিককে গুলি করে খুন করার পরিকল্পনা ছিল আততায়ীদের। হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

অসমে বিধানসভা উপনির্বাচনে তিন আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ৫ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ৩০ অক্টোবর অসমের পাঁচ আসনে অনুষ্ঠেয় উপনির্বাচনে তিন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি।

সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মুকুল ওয়াসনি স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৮ নম্বর গোসাঁইগাঁও আসনে জুয়েল টুডু, ৫৮ নম্বর তামুলপুরে ভাস্কর দাহাল এবং ১০৭ নম্বর থাওড়ায় মনোরঞ্জন কোঁওর দলীয় টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। এআইসিসির সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী অনুমোদন অনুযায়ী এই তিন প্রার্থীর নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে, জানান মুকুল ওয়াসনি। বাকি দুই আসন মরিয়নি এবং ভবানীপুর আসনে দুই প্রার্থীর নাম শীঘ্র প্রকাশ করা হবে বলে দলের প্রদেশ দফতর সূত্রে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গতকাল বিজেপিও উপ-নির্বাচনের জন্য ভবানীপুর, থাওড়া এবং মরিয়নি আসনের তিন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। তবে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) এলাকার ২৮ নম্বর গোসাঁইগাঁও এবং ৫৮ নম্বর তামুলপুর আসনে বিজেপি কোনও প্রার্থী দেবে না। ওই দুই আসন শরিক ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)-এর জন্য ছেড়ে দিয়েছে বিজেপি।

হিন্দুস্থান সমাচার / সমীপ / অরবিন্দ

শান্তিতে বিঘ্ন ! প্রিয়াঙ্কা-সহ ১১ জনের নামে এফআইআর পুলিশের

লখনউ, ৫ অক্টোবর (হি.স.): এক-দুই ঘন্টা নয়, দীর্ঘ ৩৪ ঘন্টারও বেশি সময় আটক করে রাখা হল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরাকে। লখিমপুর খেরি যাওয়ার সময় সোমবার ভোররাতে সীতাপুরে আটক করা হয়েছিল প্রিয়াঙ্কাকে। তারপর থেকে দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত, অথচ এখনও মুক্তি দেওয়া হয়নি সোনিয়া-তনয়াকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে উদ্দেশ্য করে মঙ্গলবার সকালেই টুইট করে প্রিয়াঙ্কা লিখেছিলেন, 'নরেন্দ্র মোদীজি আপনার সরকার কোনওরকম অর্ডার ও এফআইআর ছাড়াই আমাকে ২৮ ঘন্টা আটক করে রেখেছে। অন্নদাতাদের পিষে দেওয়া এই ব্যক্তি এখনও গ্রেফতার হয়নি। কেন?'

আটক করার পর সীতাপুরের পিএসি গেস্ট হাউসে রাখা হয়েছে প্রিয়াঙ্কাকে। নেত্রীর মুক্তি চেয়ে পিএসি গেস্ট হাউসের বাইরে লাগাতার প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন কংগ্রেস সমর্থকরা। সোমবার সারারাত পিএসি গেস্ট হাউসের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন কংগ্রেস সমর্থকরা। নেত্রীর মুক্তি চেয়ে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। এদিকে, শান্তি বিঘ্নিত করার দায়ে প্রিয়াঙ্কা-সহ ১১ জন কংগ্রেস নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পুলিশ। সীতাপুরের হারগাঁও থানার স্টেশন হাউস অফিসার জানিয়েছেন, শান্তিতে বিঘ্ন ঘটানোর দায়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী, দীপেন্দ্র হুডা ও অজয় কুমার লাল্লু-সহ ১১ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

উপনির্বাচনের পাঁচটি আসনের একটিতেও প্রার্থী দিচ্ছে না বিজেপি জোটশরিক অগপ

গুয়াহাটি, ৫ অক্টোবর (হি.স.) : অসমে পাঁচটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে একটি আসনেও প্রার্থী দিচ্ছে না অসম গণ পরিষদ (অগপ)। এই সিদ্ধান্ত দলের। বিজেপির মিত্রদল তথা বর্তমান সরকারের অংশীদার অগপ একটি আসনেও দলীয় প্রার্থী না দেওয়ায় কথা ঘোষণা করেছে। এই ঘোষণা করেছেন অগপ সভাপতি অতুল বরা।

অগপ সভাপতি বরা অকপটে স্বীকার করে বলেছেন, 'একসময় ছয়টি আসনেই আমরা (অগপ দল) জয়ী হয়েছিলাম, কিন্তু এখন পারব না।' তাঁর ভাষায়, 'এ সব আসনে গণ-পরিকাঠামো পরিবর্তন হয়েছে, ফলে দল এই সব কেন্দ্রে জয়ের মুখ দেখবে না।' এখানেই না থেমে অগপ সভাপতি তথা মন্ত্রী অতুল বরা বলেন, আসন দাবি করা আর ভোটে খেলা বড় কথা নয়। আসলে জয়ী হওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরও বলেন, ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর আসনে আমরা (অগপ) হেরেছি। ফলে ওই আসনে ফের প্রার্থী দেওয়ার ব্যাপারে দল চিন্তাভাবনা করেনি।

উল্লেখ্য, অসম গণ পরিষদ একমাত্র দল যে এই পাঁচটি আসনেই একসময় অগপ বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ভবানীপুর আসনে চারবার অগপ প্রার্থী জয়ী হয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। মাজুলি বিধানসভা আসনে চারবার জয়ী হয়েছিলেন অগপ প্রার্থী। গোসাইগাঁও এবং থাওড়া আসনে অগপ বিধায়করা মন্ত্রিত্বের স্বাদও পেয়েছিলেন। আর তামুলপুর আসনে ভবেন নার্জারি এবং মরিয়নিতে নরেন তাঁতি অগপ-র বিধায়ক ছিলেন।

স্বাধীনতার ৭০ বছর পর জলপ্রকল্পের শিলান্যাস উধারবন্দের ঘুণ্টিবাড়িতে

উধারবন্দ (অসম), ৫ অক্টোবর (হি.স.) : কাছাড় জেলার অন্তর্গত উধারবন্দ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রত্যন্ত গ্রাম ঘুণ্টিবাড়ি। স্বাধীন ভারতের ৭০ বছর পর এই প্রথম গ্রামে গড়ে উঠছে একটি জলপ্রকল্প। জলজীবন মিশনের অধীনে প্রথম বিশুদ্ধ পানীয় জল পৌঁছবে প্রত্যন্ত এই গ্রামের ঘরে ঘরে। উধারবন্দের বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম এই প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। ৭৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে এই প্রকল্পের জন্য। এ প্রসঙ্গে বিধায়ক মিহিরকান্তি সোম বলেন, বিজেপি সরকার আসার আগে এখানকার সাধারণ মানুষ পানীয় জলের জন্য হাহাকার করতেন। রাস্তাঘাটের অবস্থা বেহাল ছিল। গ্রামে বিদ্যুতের আলো জ্বলত টিম টিম করে। সেই সময় ছিল কংগ্রেস সরকার। আর বিধায়ক ছিলেন কংগ্রেসের অজিত সিং। চারটি দফতরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। এর পরও পরিস্রুত পানীয় জল পাননি ঘুণ্টিবাড়ির মানুষ।

বিধায়ক সোম আরও বলেন, দেশের গরিব অসহায় মানুষের জীবনযাত্রার মান-উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে মোদী সরকার। এদিনের শিলান্যাস অনুষ্ঠানে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন বিজেপির উধারবন্দ মণ্ডল সভাপতি নবারুণ চক্রবর্তী, দীপক ভট্টাচার্য, এসডিও জিয়াউল হুসেন লস্কর, জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার দেবব্রত পাল।

এদিন বিধায়ক মিহিরকান্তি তাঁর বিধানসভা কেন্দ্রে ঘুণ্টিবাড়ি, আয়নাছড়া, পাতিছড়া, কুম্ভা চা বাগান, কুম্ভিরগ্রাম বাগান, শিবেরবন্দ, টিকলপার বস্তি, ডুমুরঘাট সহ আটটি পানীয়জল সরবরাহ প্রকল্পের সংস্কার কাজের শিলান্যাস করেছেন। হিন্দুস্থান সমাচার / অমল / সমীপ

জলবায়ু ও বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে কাজের স্বীকৃতি, পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল ৩ বিজ্ঞানীর

স্টকহম, ৫ অক্টোবর (হি.স.): পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেলেন জাপান, জার্মানি এবং ইতালির বিজ্ঞানীরা। পৃথিবীর জলবায়ু, বিশ্ব উষ্ণায়ন নিয়ে কাজের জন্য সিউকুরো মানাবে এবং ক্লস হাসেলমানকে স্বীকৃতি জানিয়েছে রয়েল সুইডিশ অ্যাকাডেমি। জটিল প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার সংক্রান্ত আবিষ্কারের জন্য নোবেল পেয়েছেন জর্জিও পারিসি। নোবেল কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, পৃথিবীর জলবায়ুর প্রাকৃতিক প্রতিরূপ, পরিবর্তনশীলতাকে সংখ্যা ব্যক্ত করা এবং নির্ভরযোগ্যভাবে বিশ্ব উষ্ণায়নের পূর্বাভাস দেওয়ার' জন্য জাপানের মানাবে (৯০) এবং জার্মানির হাসেলমানকে (৮৯) স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে। 'পৃথিবীর জলবায়ু এবং মানবিক সভ্যতা কীভাবে সেই বিষয়কে প্রভাবিত করে, তা নিয়ে আমাদের জ্ঞান ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে দিয়েছেন' মানাবে এবং হাসেলমান। তাঁরা নোবেলের একটি অংশ পাচ্ছেন। বাকিটা অংশটা যাচ্ছে ইতালির পারিসির (৭৩) কাছে।

নোবেল কমিটির তরফে জানানো হয়েছে, পারমাণবিক থেকে গ্রহের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া সংক্রান্ত আবিষ্কারের জন্য পারিসিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পারিসি একটি জটিল প্রাকৃতিক এবং গাণিতিক মডেল তৈরি করেছেন। যা গণিত, জীববিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞান, মেশিন লার্নিংয়ের মতো সম্পূর্ণ আলাদা ক্ষেত্রের জটিল বিষয়কে বুঝতে সাহায্য করবে।

বিজেপির সরকারে সম্পূর্ণ হতাশ উত্তর প্রদেশের জনগণ : অখিলেশ যাদব

লখনউ, ৫ অক্টোবর (হি.স.): যোগী আদিত্যনাথ সরকারের সমালোচনা করলেন উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং সমাজবাদী পার্টি (সপা)-র সভাপতি অখিলেশ যাদব। অখিলেশ বললেন, বিজেপির সরকারে সম্পূর্ণ হতাশ উত্তর প্রদেশের জনগণ। মঙ্গলবার অখিলেশ বলেছেন, সমাজবাদী পার্টির বিজয় যাত্রা করার সুযোগ পেয়েছি আমরা, যেহেতু বিজেপির সরকারে সম্পূর্ণ হতাশ উত্তর প্রদেশের জনগণ। কৃষকদের কাছে অখিলেশের আর্জি, এই সরকারকে উৎখাত করার জন্য কৃষকদের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি। লখিমপুর খেরির ঘটনা প্রসঙ্গে ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনির ইস্তফার দাবি জানিয়ে অখিলেশ বলেছেন, 'তিনি যদি এখনও মন্ত্রী থাকেন, তাহলে পুলিশ কীভাবে তাঁর বাড়িতে ঢুকবে? তাঁর ইস্তফা দেওয়া উচিত এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা উচিত।' এদিকে, মঙ্গলবারই কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী অজয় মিশ্র টেনি বলেছেন, 'আমি অথবা আমার ছেলে ওখানে ছিলাম নাম, তা প্রমাণ করতে পারব আমরা। আমরা তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। যাঁরা হামলার পরিকল্পনা করেছিল, তাঁদের রেয়াত করা হবে না।'

ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ বিভ্রাটে ৬০০ কোটি খোয়ালেন জুকারবার্গ

সানফ্রান্সিসকো, ৫ অক্টোবর (হি.স.): ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ বিভ্রাটে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গত কয়েক ঘণ্টায় তাঁর ৬০০ কোটি ডলার সম্পদ খোয়ালেন ফেসবুক-কর্তা মার্ক জুকারবার্গ। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৪৪ হাজার ৭৩৪ কোটি টাকা। সোমবার রাত থেকে বিশ্ব জুড়ে ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে বিভ্রাট এবং সম্প্রতি এক কর্মী (হুইসলব্লোয়ার) ফেসবুকের নীতি নিয়ে সমালোচনা করার পর এই অর্থ কমেছে জুকারবার্গের।

সোমবার রাতে আচমকাই স্তব্ধ হয়ে যায় ফেসবুক ও ওই সংস্থার অধীন অন্যান্য পরিষেবা। হোয়াটসঅ্যাপ, মেসেঞ্জার, ইন্সটাগ্রামের মত পরিষেবা একধাক্কায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় জেরবার হন কোটি কোটি মানুষ। শুধু বিনোদন নয়, দিনে দিনে কর্মক্ষেত্রের ভরসা হয়ে ওঠা এই পরিষেবাগুলো আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তৈরি হয় সমস্যা। কয়েক ঘণ্টা লাগে সবকিছু ঠিক হতে। এই সব অ্যাপ কয়েক ঘণ্টার জন্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপুল ক্ষতি হল ফেসবুকের। ফেসবুকের সিইও মার্ক জুকারবার্গ একধাক্কায় তাঁর সম্পত্তি খুইয়ে ফেললেন ৬০০ কোটি ডলার। এই বিপুল পরিমাণ কমে জাকারবার্গের সম্পত্তি বর্তমানে ১২ হাজার ১৬০ কোটি ডলার। কিন্তু এই সম্পদ হারানোয় বিশ্বের ধনী ব্যক্তিদের তালিকায় কয়েক ধাপ নেমে যেতে হয়েছে তাঁকে। ব্লুমবার্গ বিলিওনার ইন্ডেক্সের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, বিল গেটসের নীচে নেমে গিয়েছেন তিনি। রয়েছেন পঞ্চম স্থানে।

গত ১৩ সেপ্টেম্বর থেকে ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এক গুচ্ছ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। সেই সব প্রতিবেদনে উঠে এসেছে ফেসবুকের নানা পণ্যে বিভিন্ন সমস্যার বিষয়গুলি। যেমন, ইনস্টাগ্রাম কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের উপর কী বিরূপ প্রভাব ফেলছে, বা জানুয়ারিতে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে দাঙ্গা সম্পর্কে ভুল তথ্য দেওয়া এবং তথ্য গোপন করা। সেই প্রতিবেদনগুলিতে লেখা হয়েছে, নিজের সংস্থার বিভিন্ন পরিষেবার খামতির ব্যাপারে জানা সত্ত্বেও সেগুলি নিরসন করতে উদ্যোগী নয় জুকারবার্গের সংস্থা। এই আবহে সোমবার রাত ৯টা থেকে বিশ্ব জুড়ে বন্ধ বয় ফেসবুক, হোয়াসটঅ্যাপ এবং ইনস্টাগ্রাম। প্রায় ঘণ্টা সাতেক বন্ধ থাকার পর স্বাভাবিক হয়েছে পরিষেবা। তার পরই জুকারবার্গের সম্পত্তিতে নামল ধস।—হিন্দুস্থান সমাচার /

প্রয়োজনে মায়নামার সীমান্তে গুলি চালানো হবে : বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী

কিশোর সরকার

ঢাকা, ৫ অক্টোবর (হি.স): মায়নামার-বাংলাদেশ সীমান্তে কখনও গুলি না চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সীমান্তে দিন দিন অপরাধ বাড়ছে।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন বলেন, সীমান্তে হত্যা বন্ধে বাংলাদেশ খুবই আন্তরিক। তবে, মায়নামার থেকে অবৈধ অস্ত্র, মাদক ও মানবপাচার রোধে প্রয়োজনে সীমান্তে গুলি চালানো হবে। যেকোনো মূল্যে এসব রোধ করবে সরকার।মঙ্গলবার দুপুরে বাংলাদেশের সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভারত সরকারের দেওয়া দুটি অ্যাম্বুলেন্সের চাবি হস্তান্তর অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী বলেন, "মায়নামার-বাংলাদেশ সীমান্তে কখনও গুলি না চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সীমান্তে দিন দিন অপরাধ বাড়ছে।"এ ব্যাপারে সে-দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। অপরাধ ঠেকাতে আগামীতে প্রয়োজনে গুলি চালানো হবে। তখন মানবপাচার, অস্ত্র ও মাদক চোরাচালানের মতো অপরাধ বন্ধ করা যাবে বলেও মন্তব্য করেন বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী।

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আরও বলেন, "আমরা খুবই মানবীক। আমরা বর্ডারে কাউকে মারি না। মাঝে মধ্যে প্রতিবেশি দেশের হাতে এক-দুজন মারা গেলে মিডিয়া আমাদের প্রাণ শেষ করে দেয়। কেউ মরলে মিডিয়া চিৎকার শুরু হয়। বাংলাদেশ-ভারত নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্ডারে একটি লোকও মরবে না।"

বাংলাদেশে রোহিঙ্গা নেতা মুহিবুল্লা খুন হওয়া প্রসঙ্গে বিদেশমন্ত্রী বলেন, "যে ছেলেটা মারা গেছে সে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফিরিয়ে নিতে কাজ করছিল। সে রোহিঙ্গাদের বোঝানোর চেষ্টা করছিল, এখানে নয়, তাদের সুন্দর ভবিষ্যত তাদের দেশেই। তাই তাদেরকে রাখাইনে ফিরে যেতে হবে। এই আন্দোলন করতে গিয়েই তাকে প্রাণ দিতে হয়েছে। আমরা চাই সঠিক তদন্তের মাধ্যমে মুহিবুল্লা হত্যা রহস্য উন্মোচন ও হত্যাকারী চিহ্নিত হোক। হত্যাকারীদের শাস্তি হোক।" হিন্দুস্থান সমাচার

কারবি আধ্যাত্মিক গুরু লখন ইংতি হানসেক প্রবর্তিত 'লখিমন সংঘ'-এর ধর্মীয় সমারোহে মুখ্যমন্ত্রী

ডিফু (অসম), ৫ অক্টোবর (হি.স.) : সনাতন ধর্মের মহানায়ক শ্রীকৃষ্ণ। তিনি পুণ্যাবতার। সনাতন ধর্ম রক্ষা এবং সমাজে পরিবর্তন তথা সংস্কার আনতে একেকজন গুরুর আবির্ভাব হয়। তেমনই একজন আধ্যাত্মিক গুরু লখন ইংতি হানসেক। তিনি কেবল কারবি জনগোষ্ঠীর নয়, সব সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু। বক্তা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীয়) হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ মঙ্গলবার রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলঙের দলামরায় লখিমন সংঘ আয়োজিত ধর্মীয় ঐক্য সমারোহে ভাষণ দিচ্ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। ধর্মীয় গুরু লখন ইংতি হানসেকের অসংখ্য অনুগামীর সমাবেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আধ্যাত্মিক গুরু লখন ইংতি হানসেক আমাদের মধ্যে মানবতার বাণী বিলিয়ে গেছেন। কারবি পাহাড়ে এই ধর্মগুরু সামাজিক সংস্কার সাধন করে মজবুত ভিত গড়ে গেছেন। তিনি আমাদের স্বচ্ছতার বিষয়ে জ্ঞান দিয়ে যাওয়া ছাড়াও গুরুজন এবং মাতৃভূমির প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসার আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এছাড়া কারবি সংস্কৃতি ও পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনধারাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও নতুন দিশা দেখিয়ে গিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রদর্শিত পথে আমাদের সকলকে অগ্রসর হতে হবে, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্তরের অনুভূতির দ্বারা মানুষের অন্তরে যে ধর্মের ভাবেবেগ প্রকাশিত হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনজাতীয় জনসাধারণের ধর্ম ও পরম্পরা আমাদের আধ্যাত্মিক ও সামাজিক-জীবন শক্তিশালী করেছে। মূলত, জনজাতি সমাজই সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্মেষ ও প্রচার করেছিল। প্রকৃতির সঙ্গে সহবাস করে বেঁচে থাকার যে জ্ঞানের প্রয়োজন, সেই জ্ঞান জনজাতিরাই আমাদের দেখিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পাঁচ হাজার বছর ধরে জনজাতিরা প্রকৃতিপ্রেমের উজ্জ্বল নিদর্শন দেখিয়ে গেছেন।

এমন মহান এক ধর্মগুরুর আদর্শ ও বাণী প্রচার ও প্রসারে লখিমন সংঘ বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবশ্ব শর্মা বলেন, পাহাড়ের চূড়ায় গুরু লখন ইংতি হানসেকের আরাধনাস্থলে একটি মন্দির তৈরির স্বপ্ন রাজ্য সরকার পূর্ণ করবে।

আজকের ধর্মীয় সমাবেশে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অসম ক্ষেত্র সহ-প্রচারক বশিষ্ঠ বুজরবরুয়াও ধর্মগুরু লখন ইংতি হানসেক সম্পর্কে তথ্য সংবলিত ভাষণ দিয়েছেন। গুরুদেবে আধ্যাত্মিক চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সামজ গঠন এবং দৈনন্দিন জীবনযাপন করার পরামর্শ দিয়েছেন আরএসএস-প্রচারক বশিষ্ঠ বুজরবরুয়া।

অনুষ্ঠানে অন্য বহুজনের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডা. নোমল মোমিন, কারবি স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তুলিরাম রংহাং, বিধায়ক তথা মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জয়ন্তমল্ল বরুয়া, স্থানীয় সাংসদ হরেন সিং বে, কয়েকজন বিধায়ক এবং বিশিষ্ট গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ।

তামুলপুর উপ-নির্বাচনে ইউপিপিএল প্রার্থী এক লক্ষের বেশি ভোটে বিজয়ী হবেন, দাবি প্রমোদ বড়োর

তামুলপুর (অসম), ৫ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী ৩০ অক্টোবর তামুলপুর আসনে অনুষ্ঠেয় উপ-নির্বাচনে ইউপিপিএল প্রার্থী এক লক্ষের বেশি ভোটে বিজয়ী হবেন, দাবি বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়োর।

উপ-নির্বাচনের দিন যতই ঘনিয়ে আসছে ততই ব্যস্ততা বাড়ছে তামুলপুর কেন্দ্রে। আজ মঙ্গলবার বিকেলে তামুলপুরে এসে দলের সভাপতি তথা বিটিআর-প্রধান প্রমোদ বড়ো আরও বলেন, আসন্ন উপ-নির্বাচনে জোটশরিক ছাড়া অন্য কোনও দলের প্রার্থী উবে যাবেন। তামুলপুরে এবার তাঁর ইউপিপিএল প্রার্থী এক লক্ষের বেশি ভোটে জললাভ করবেন, দৃঢ়তার সঙ্গে দাবি করেছেন তিনি। প্রমোদ বলেন, বিজেপির সঙ্গে জোট গড়বেন বলে প্রচার করছেন বিপিএফ-প্রধান হাগ্রামা মহিলারি। তাঁর এই প্রচারের কোনও যৌক্তিকতা নেই। হাগ্রামা মহিলারি এখন বিকল মরচে ধরা বন্দুক। নিজের স্থিতি হারিয়ে হতাশায় ভুগছেন মহিলারি। তাই তাঁর কথার কোনও ভিত্তি নেই।

তামুলপুরের প্রাক্তন বিধায়ক ইমানুয়েল মুশাহারি এই আসনে নির্দলীয় হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও এর কোনও প্রভাব পড়বে না ইউপিপিএল প্রার্থীর ভোটে।

প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) এলাকার ২৮ নম্বর গোসাঁইগাঁও এবং ৫৮ নম্বর তামুলপুর আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকারের অন্যতম জোটশরিক ইউনাইটেড পিপলস পার্টি লিবারেল (ইউপিপিএল)। এই আসন দুটিতে বিজেপি কোনও প্রার্থী দেয়নি। গোঁসাইগাঁও আসনে জিরন বসুমতারি এবং তামুলপুরে জ্বলেন দৈমারিকে প্রার্থী করেছে প্রমোদের দল ইউপিপিএল।

সারা বছর বিভিন্ন প্রতিমা তৈরি করে সংসার প্রতিপালন করছেন অভিজিৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ অক্টোবর।। কল্যাণপুর এলাকার মৃৎ শিল্পীরা ব্যস্ত ,। দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়ার বাজারে ও মায়ের মৃন্ময়ী রুপ কে চিন্ময়ী করে তুলতে। শরতের ভোরে আগমন ধানের কচি ডগায় শিশির বিন্দু গুলো যেন এক একটি মুক্তো। শিউলি ফুল কড়োনোর জন্য সাজি হাতে নিয়ে কচি কাঁচা দের কলরব। বাতাসে দোলা দিচ্ছে কাশ ফুল , আগমনীবার্তা। আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে সাদা মেগের ভেলা। প্রকৃতি যেন আজ নব রুপে সেজে ওঠেছে আকাশে, বাতাসে জানান দিচ্ছে "মা আসছে"। আর মাত্র দূর্গা পূজার প্রতিক্ষার সাত দিন বাকি রইল। বাঙালির তের পার্বণের মধ্যে অন্যোতম পার্বণ হচ্ছে শারদীয়া উৎসব।কুমোর বাড়িতে , পাল বাড়িতে , আচার্য্য বাড়িতে , ব্যরস্থ মূর্তি তৈরীতে। কাঁচা মৃৎ শিল্পীরা প্রতিমা মাটির ডেলা দিয়ে নানান রঙের মৃৎশিল্পি বানান মূর্তি কারিগররা।

কল্যাণপুর এলাকার মধ্যে বহু পুরানো ঐতিহ্যবাহী মূর্তির কারিগর হিসেবে সর্ব প্রথম কয়েক জনেদের মধ্যে নামটি হচ্ছে কল্যাণপুর থানা লাগোয়া বাসিন্দা অধীর আচার্জী বর্তমান সময়ে ওনার বয়স সত্তোরের ও বেশি , এখন আর আগের মতো কাজ করতে পারছেনা। দীর্ঘ পুরানো মূর্তি তৈরির কাজ কে এখন ওনার ছেলে অভিজিত আচার্জী ধরে রেখেছেন বেশ শুনামের সাথে। এমনি এক চিত্র নজরে পরে কল্যাণপুর ব্লক এলাকার পশ্চিম ঘিলাতলী দাউছড়া বাজার এলাকায়। অভিজিত বাবু জানায়, যখন আমার বয়ষ ১২ তখন থেকেই মৃৎশিল্পি কাজে বাবা দাদুর সঙ্গে হাতে খড়ি। বর্তমানে ২৫ বছরের ও বেশি সময় ধরে মূর্তির তৈরির কাজ করছি। এখন আর আগের মতো কাজ হয় না।

একে তো করোনার জন্যে পূজা তেমন জাঁকজমক নেই। তার পরে ও সংসারের ঘানি টানতে মূর্তির কাজ করতে হচ্ছে। বাজারে চলছে দ্রব্যর মূল্যেরর আকাশ ছোঁয়া মূর্তি তৈরী করতে সাজসরঞ্জাম গুলোর দাম দ্বিগুন হয়েগেছে।অতিমহামারী রাক্ষস করোনা পূর্বে মূর্তি বানিয়ে দু চারটা পয়সা উর্পাজন করেছিলাম ভালই। কিন্তু আজ দু বছর করোনা মহামারির গ্রাসে সংসারজীবন তছনছ হয়েগেল। আগে আঠারো কুড়ি টি দূর্গা মূর্তি তৈরি করতাম ,এই বৎসর মাত্র সাতটি দূর্গা প্রতিমা তৈরির অর্ডার পড়েছে। সংসারের ছয়মাস চলে মূর্তির কাজ দিয়ে , আর বাকি ছয়মাস চলে কৃষি চাষাবাদ করে , পরিবারে ৬ জন সদস্য। এখন মূর্তি কাজে লাভ নেই তবুও ঐতিহ্যবাহী পেশা হিসেবে এটাই একমাএ কর্ম।

বড়ই অভাবে দিন যাপন করছি।কল্যাণপুর এলাকার মধ্যে আরও একজন মৃৎ শিল্পী হিসাবে নবীন বয়যে খ্যাতি অর্জন করছেন তিনি হলেন বাজার কলোনির ভূবন পাল (পোনা পাল) মাছের পোনা বিক্রি করতো একসময়ে এখন মৃৎশিল্পী। কনো মূর্তি তৈরির কাজ করতে শিক্ষা গুরু নেই। সমপূর্ন মৃৎ শিল্পী কাজ টি তিনি নিজের দক্ষতা অভিজ্ঞতা ও চোখের আইডিয়া নিজের দখলে নিয়েছেন। পনেরো বছর ধরে প্রতিমা তৈরির সঙ্গে যুক্ত। দ্রব্যরসামগ্রী কেনাকাটা করে , আকাশ ছোঁয়া জিনিস পত্র ক্রয় করে সংসার কষ্টের চালাতে খুবই শিকার। এখন পর্যর্ন দুটি মূর্তির কাঠামো অর্ডার পেয়েছেন। কি যে হবে ভাবা যায় না। বাজার খুব ই মন্ধা। তবুও আশা নিয়ে প্রতিক্ষা বসে আছি শেষ তুলির টানে কিছু উপাজন হয় কি না।

হাড় সুস্থ ও সবল রাখতে অ্যামওয়ে বাজারে নিয়ে এলো ভিটামিন ডি-প্লাস

আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনার এক অনন্য নজির নিয়ে উপস্থিত হলো অ্যামওয়ে। বাজারে নিয়ে এলো 'নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি-প্লাস'। মূলত হাড়কে মজবুত করার এই পণ্য সুষম খাবারের পরিপূরক হিসেবে কাজ করবে। যেখানে আছে ভিটামিন ডি-থ্রি আর ভিটামিন কে-টু। এর সঙ্গে সঠিক মাত্রায় পেটেন্টযুক্ত বিশেষ পদ্ধতিতে মেশানো আছে জৈব-উৎসের যষ্ঠিমধু (লিকোরিস) আর কোয়ারসেটিন (এক ধরনের রঞ্জক)। যা হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে এবং হাড়ের গঠনে সহায়তা করে। এটা ভিটামিন ডি'র কাজ। আর ভিটামিন কে-টু হাড়কে সুস্থ থাকতে সহায়তা করে, বিশেষ করে মহিলাদের এটা খুবই প্রয়োজন।

'নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি-প্লাস'-এর বাজারজাতকরণের সূচনা করে অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সি.ই.ও অংশু বুধরাজা বলেন, আধুনিক জীবনশৈলীর কারণে মানুষের এখন পুষ্টির ঘাটতি, বিশেষ করে মাইক্রো-নিউট্রিয়েন্ট বা সুক্ষ্ম-উপাদানের অভাব একটা বৈশ্বিক প্রবণতা। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে সত্তর শতাংশের বেশি মানুষের শরীরে কমবেশি ভিটামিন-ডি'র ঘাটতি রয়েছে। আর এর প্রভাব আর্থ-সামাজিক পরিবেশের উপর পড়ছে। অ্যামওয়ের বিভিন্ন পণ্যের লক্ষ্য হচ্ছে, মানুষকে আরও স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনে সহায়তা করা। সেজন্যই অ্যামওয়ে এই জৈব-উৎস নির্ভর ভিটামিন ডি'র পরিপূরক নিয়ে এসেছে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার সি.এম.ও. অজয় খান্না জানান, গত আট দশক ধরে অ্যামওয়ে খাঁটি, নিরাপদ ও কার্যকর পরিপূরক প্রদান করে আসছে। 'নিউট্রিলাইট ভিটামিন ডি-প্লাস'-এর একটি মাত্রায় ৬৪টি সেদ্ধ ডিমের সমান ভিটামিন ডি-থ্রি রয়েছে। আর কোয়ারসেটিনের কার্যকরতা রয়েছে ১৮টি বড় আপেলের সমান।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ধর্মনগরের সখি ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন করলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৫ অক্টোবর।। মঙ্গলবার সকালে ধর্মনগরের সখি ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন করলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী।এদিন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন ধর্মনগর দেওয়ানপাশা এলাকা স্থিত সখি ওয়ান স্টপ সেন্টারে গিয়ে সেখানে কর্মরত কর্মীদের সাথে কথা বলেন এবং কি কি সমস্যা রয়েছে সেগুলো খতিয়ে দেখেন তিনি।বর্ণালী গোস্বামী জানিয়েছেন রাজ্যের প্রতিটি সখি ওয়ান স্টপ সেন্টার পরিদর্শন করছেন মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে।মঙ্গলবার উত্তর জেলায় ছিল সখি ওয়ান স্টপ সেন্টারে ছিল শেষ ভিসিট।রাজ্যের বাকি সবগুলি জেলায় ইতমধ্যেই পরিদর্শন করা হয়েগেছে। শ্রীমতী গোস্বামী জানিয়েছেন ২০১৯ সালেরাজ্যের প্রতিটি জেলায় এই সখি ওয়ান স্টপ সেন্টার গুলি চালু হয়েছে।পশ্চিম জেলায় ছিল ২০১৭ সাল থেকে।ভারততের প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রচেষ্টায় চালু হয় এই সখি ওয়ান স্টপ সেন্টার গুলি।কিন্তু এখনও সাধারণ মানুষ এই সখি ওয়ান স্টপ সেন্টার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না। মূলত নির্যাতিতা মহিলাদের সুবিধার্তে ও সাহায্যের জন্য সখি ওয়ান স্টপ সেন্টার কাজ করবে।মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামী আরো জানান,যারা নির্যাতিত মহিলা রয়েছেন তাদেরকে একই ছাদের তলে সমস্ত রকমের সুবিধা দেওয়ার লক্ষেই এই সেন্টার গুলি চালু করা হয়েছে।পরিদর্শন কালে মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বর্ণালী গোস্বামীর সাথে ছিলেন কাউন্সিলার মান্না সাহা প্রমুখ।

১৪৪ ধারা নিয়ে মামলায় হলফনামা দিতে পারল না সরকার পক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। ১৪৪ ধারা জারি করাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় মঙ্গলবার নির্ধারিত দিনে হলফনামা দিতে পারল না সরকার পক্ষ। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক কুড়ি সেপ্টেম্বর আগরতলা পূর্ব এবং পশ্চিম থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। আগামী চৌঠা নভেম্বর পর্যন্ত এই দুটি থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা কার্যকর থাকবে বলে জেলাশাসকের নির্দেশনায় বলা হয়।

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসকের এই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়। পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের এই নির্দেশকে বাক স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা হরণের শামিল বলে আখ্যায়িত করা হয়। পশ্চিম জেলার জেলা শাসকের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলা কি মঙ্গলবার শুনানির জন্য উঠে। হাইকোর্ট সরকারপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছিল মঙ্গলবার আদালতে এ বিষয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য।

কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো সরকারপক্ষ মঙ্গলবার নির্ধারিত দিনে আদালতে হলফনামা জমা দিতে পারেনি। কেন হলফনামা জমা দেওয়া যায়নি সে বিষয়ে কোনো স্পষ্টীকরণ দেওয়া হয়নি।হাইকোর্ট সরকার পক্ষকে আগামী ৭ অক্টোবর আদালতে হলফনামা জমা দিতে নির্দেশ দিয়েছে।পাশাপাশি জেলার জেলাশাসককে১৪৪ ধারা জারি করা সংক্রান্ত ফাইল এদিন আদালতে হাজির করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।জনস্বার্থ মামলা দায়েরকারীদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সরকারপক্ষ রাজনৈতিক অধিকার হরণ করার জন্য এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মোহরছড়ায় দুর্ঘটনায় আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ অক্টোবর।। দুর্ঘটনা থেকে কোন রেহাই পাচ্ছে না গ্রামীণ এলাকার কল্যাণপুর। মঙ্গলবার কল্যাণপুর থানাধীন পথ দুর্ঘটনায় আহত হন বাইক চালক ও পথচারী মোট দুই জন। রাতের আধারে দুর্ঘটনা ঘটল মোহরছড়া বাজার এলাকায়। সংবাদে জানা যায় রাত আনুমানিক আটটা নাগাদ কল্যাণপুর অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কাছে খবর আসে মোহরছড়া বাজার এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে দুজন অপরিচিত খোয়াই টু তেলিয়ামুড়া সড়কের লুটিয়ে রয়েছেন।

এই খবর পেয়ে সাথে সাথেই কল্যাণপুর অগ্নিনির্বাপক দপতরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত দুই যুবককে উদ্ধার করে কল্যাণপুর হাসপাতালে নিয়ে আসে। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের সূত্রে জানা যায়, ওই এলাকার স্থানীয় লোকজনেরা জানিয়েছেন তেলিয়ামুড়া দিক থেকে খোয়াই রাস্তা ধরে যাওয়ার পথে একটি মোটরবাইকের সাথে অপরিচিত কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন পথচলতি এক ৩০ বয়সের যুবক কে পেছন থেকে ধাক্কা দেওয়ায় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাইকটি। এতে বেশ গুরুতর আহত হয় চালক। আহত বাইক চালক কথা বলতে পারছে না এবং অন্য আহতের পরিচয় পাওয়া যায়নি।

আহত বাইক চালকের পকেট থেকে উদ্ধার হয় একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স, যা থেকে অনুমান করা হয় এই আহত ব্যক্তি সরজিত রুদ্র পাল (২৪) বাড়ি খোয়াই থানা এলাকার চেবরীর শচীন্দ্র নগর এলাকায়। অপর আহত ব্যক্তিকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর কল্যাণপুর হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া বলে জানা যায়। সরজিত রুদ্র পালের মাথায়, ও মুখ থুবরে যাওয়ায়। উন্নত চিকিৎসার জন্যে রাজধানীর জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। যদিও অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা সেই ঘটনাস্থলে বাইকটি দেখতে পাইনি বলে জানিয়েছে। সূত্রের খবর এলাকাবাসী বাইক থেকে অন্যত্র সরিয়ে রেখেছে বলে জানা যায়। সংবাদ লেখা পর্যন্ত পুলিশ বাসটিকে উদ্ধার করতে গিয়েছে বলে জানা যায়।

বন সংরক্ষণ নিয়ে র‍্যালী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৫ অক্টোবর।। বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ উদয়পুর বন দপ্তরের উদ্যোগে এক শোভাযাত্রা উদয়পুর গর্জি বাজারে সংঘটিত হয়। আজ গর্জি এলাকার বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা, শিক্ষক-শিক্ষিকা বৃন্দ ও স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গর্জি এলাকার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে। উদয়পুর মহকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক সহ অন্যান্য বন আধিকারিকরা বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ছাত্র ছাত্রীদের হাতে বন সংরক্ষণ, গাছ পালন ও বৃক্ষ রোপণের গুরত্ব, বন্য প্রাণী সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্লে কার্ড হাতে নিয়ে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারী বৃন্দ এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করেন। এই বন্য প্রাণী ও বন সংরক্ষণ বিষয়ক সচেতনতা মূলক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গর্জি এলাকার মানুষের মনে গাছ লাগানো এবং বন্য প্রাণী সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা নেবে বলে উদয়পুর মহকুমা বন আধিকারিক কমল ভৌমিক এই খবর জানিয়েছেন। সচেতনতা মূলক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় গর্জি এলাকার জনগণের উপস্থিতি ছিলো লক্ষণীয়।

বহিঃরাজ্যের দুই প্রতারককে এক বছরের কারাদন্ডাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ৫ অক্টোবর।। বহিঃরাজ্যের দুই প্রতারক যুবকের সাজা প্রদান করল আদালত। বিহার রাজ্যের বাসিন্দা রঞ্জিত কুমার ও রমেশ কুমার নামে ২ যুবক স্বর্ণ-রুপা সিলভার পরিষ্কারকরি দুই হকার গৌরাঙ্গটিলা এলাকায় এক মহিলা স্বর্ণের চেইন পরিষ্কার করতে দিলে কেমিক্যাল দিয়ে স্বর্ণ গলিয়ে চুরি করার অপরাধে দুই অপরাধীকে আদালত এক বছরের সাজা ঘোষণা করে। ঊষারাণী দত্ত গৌরাঙ্গটিলা এলাকার বাসিন্দা খোকন দাসের বাড়িতে আত্মীয়তার সূত্রে বেড়াতে আসেন। গতবছর ১৬/১২/২০ ইং তারিখে দুপুরে খোকন দাসের বাড়িতে দুই হকার আসে বলে পিতল, রুপা, স্বর্ণ সিলভার জিনিস পরিষ্কার করি। ঊষা রানী দত্ত নিজের গলার এক ভরি চেইন তাদের কাছে পরিষ্কার করানোর জন্য দেয়। স্বর্ণের চেইন পরিষ্কার করে একটি কাগজের প্যাকেট হলুদ দিয়ে মিশিয়ে ঊষারাণী দত্তের হাতে তুলে দিয়ে বলে আজকে প্যাকেট খুলবেন না।ঊষারাণী দত্তের সন্দেহ হতেই খুলে দেখেন স্বর্ণের চেইন নেই। এই দেখে চেঁচামেচি করতেই প্রতিবেশীরা ২ প্রতারককে গৌরাঙ্গ টিলাবাজার দিয়ে ধরে ফেলে। এলাকাবাসী ২ অপরাধীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। ঊষারাণী দত্ত কল্যাণপুর থানায় স্বর্ণ চুরি করার অভিযোগে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে।দীর্ঘ শুনানির পর রঞ্জিত কুমার ও রমেশ কুমার দুই যুবককে খোয়াই জেলা সিজেএম আদালতের বিচারক প্রতারণা করে স্বর্ণ চুরি করার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এক বছরের জেল সাজা ঘোষণা করেন।

পড়েছে

● প্রথম পাতার পর

ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

তাঁর কথায়, এখনো কোন কলেজে ভর্তির সুযোগ পাননি এমন আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তারপর আবেদন করতে ব্যর্থ হয়েছেন তাদের সুযোগ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, স্পট রাউন্ডে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে কলেজ কিংবা সাবজেক্ট পরিবর্তন করতে পারবে ছাত্রছাত্রীরা।

ধর্মনগরে

● প্রথম পাতার পর

করেছে প্রশাসন। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে যানবাহন আটক করে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে বলে অভিযোগ।দিনের তো বটেই রাতে যানবাহন আটক করে চালকদের কাছ থেকে মোটা অংকের চাঁদা দাবী করছে একাংশ ক্লাব। তাতে সমস্যায় পড়ছে যানবাহনের চালকরা। চাঁদা দিতে অস্বীকার করলে যানবাহনের চালকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার ধর্মনগরের গুরত্বপূর্ণ রাজবাড়ি ট্রাইজংশন এলাকাটি অবোরধ করে গাড়ি চালকরা।

সকাল সাড়ে এগারোটা থেকে চলছে এই অবরোধ। তাতে সব ধরনের যানবাহন আটকে পড়ে। যাত্রী দুর্ভোগে চরম আকার ধারণ করে। অবরোধের খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ অবরোধ স্থলে ছুটে আসে। অবশেষে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ পালিত হয়। প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রাস্তাঘাটে যানবাহন আটক করে কোন ধরনের চাঁদা আদায় করা যাবে না। সাধারণ মানুষ স্বেচ্ছায় যে পরিমাণ সাদা দেবে সেই যা তা দিয়েই দুর্গাপূজা করতে হবে। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করলে সংশ্লিষ্ট ক্লাব ক্লাব সদস্যদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে প্রশাসনের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

বাইরে রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, ইতিপূর্বে ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জমি কিংবা বনভূমিতে চাষ করা বাঁশ এক স্থান থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার জন্য ট্রানজিট পারমিটের প্রয়োজন ছিল। এখন তার আর প্রয়োজন হবে না। তবে ত্রিপুরায় উৎপাদিত বাঁশ বহিঃরাজ্যে নেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রানজিট পারমিটের প্রয়োজন হবে। এক্ষেত্রে বন দফতর থেকে এই পারমিট দেওয়া হবে।

এদিন আরও জানান, পূর্বতন সরকারের আমলে বাঁশের উপর রয়েলটি সংগ্রহ করা হতো। এতে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৩১ লক্ষ টাকা, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৩৬ লক্ষ টাকা, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩৮ লক্ষ টাকা রয়েলটি বাবদ সংগ্রহ হয়েছিল। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থবছর থেকে ওই রয়েলটি নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, বাঁশকে কেন্দ্র করে রোজগার বৃদ্ধিই বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের প্রাথমিকতা, দৃঢ়তার সাথে বলেন তিনি।

স্বীকৃতি

● প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, বর্তমান সরকারের গত সাড়ে তিন বছরের সময়কালে রাজ্যের মোট ১২টি কলেজ ন্যাকের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অথচ বিগত সরকারের ২৫ বছরের সময়কালে মাত্র ৮টি কলেজ ন্যাকের স্বীকৃতি পেয়েছিলো। বাকি ২টি কলেজ লংতরাইভ্যালি ও শান্তিরবাজার কলেজের ন্যাকের স্বীকৃতিও আগামী ৫-৬ মাসের মধ্যে পাওয়া যাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, ন্যাকের স্বীকৃতি না পাওয়া গেলে কলেজগুলির গুণগতমান কি অবস্থায় আছে তা যেমন বুঝা যাবে না তেমনি রাষ্ট্রীয় উচ্চশিক্ষা অভিযান (আর ইউ এস এ) থেকেও কোনও ধরনের সুযোগ সুবিধা পাওয়া যাবে না। তাই ত্রিপুরা সরকার কলেজগুলির ন্যাকের স্বীকৃতি পাওয়ার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, পূর্বতন সরকারের আমলে টিআইটি-তে কোন বিভাগেই ন্যাশনাল বোর্ড অব অ্যাক্রিডিটেশনের (এনবিএ) স্বীকৃতি ছিল না। কিন্তু সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত চারটি বিভাগে এনবিএ-র স্বীকৃতি মিলেছে। তিনি বলেন, ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের এনবিএ-র স্বীকৃতি মিলেছে।

তিনি বলেন, ২০১৯ সালে মেকানিকাল, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এনবিএ-র স্বীকৃতি পাওয়া গিয়েছিল। এ বছর ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেরও এনবিএ-র স্বীকৃতি মিলেছে। এতে নিঃসন্দেহে টিআইটি-র সুনাম বেড়েছে। তাঁর দাবি, এনবিএ-র এই স্বীকৃতি উচ্চশিক্ষায় সাফল্য বলেই মনে করি।

তিনি জানান, এনবিএ-র স্বীকৃতির জন্য ১,০০০ নম্বরের মধ্যে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৬২৭, মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৬৩৪, ইলেকট্রনিক্স অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৬৩৪ এবং কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৬৪১ পয়েন্ট টিআইটি অর্জন করেছে। তাঁর বক্তব্য, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে এখনও এনবিএ-র স্বীকৃতি পাওয়া যায়নি। তবে খুব শীঘ্রই ওই বিভাগেও স্বীকৃতি মিলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

দেবী পক্ষের সূচনা

● প্রথম পাতার পর

কোজাগরী লক্ষ্মীপূজায় তার সমাপ্তি।

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণা প্রতিপদ থেকে আশ্বিনের কৃষ্ণা পঞ্চদশী , অর্থাৎ অমাবস্যা অবধি প্রেতলোক থেকে উ পিতৃপুরুষের আত্মারা মর্ত্যলোকে ফিরে আসেন নিজের ছেড়ে দেয়া গৃহ পরিজনের রমায়ায়। মহালয়ায় তাদের সবার আবির্ভাব সম্পূর্ণ হয় বলেই সেই দিনটিতে তর্পণের মাধ্যমে তাদের পরিতৃপ্ত বিধান করে প্রতিটি গৃহেই আনন্দোৎসব পালনের বিধি আছে। আলয় যেদিন মহময় অর্থাৎ আনন্দময় হয়ে ওঠে , সেই দিনই হলো মহালয়া। মহালয়ার গরুরুত্ব অপরিসীম। আশ্বিনের অমাবস্যার এই মহালয়া নামটির উৎসবের মধ্যেই এর ধর্মীয় সংস্কারগত তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায়। ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবীকে আরাধনা করেছিলেন লঙ্কা জয় করে সীতাকে উদ্ধারের জন্য , আসল দুর্গ পূজা হতো বসন্তে , সেটাকে বাসন্তিপূজা বলা হয়। শ্রীরামচন্দ্র অঞ্চলে অসময়ে পুজা করেছিলেন বলে এই শরতের পুজাকে দেবীর অকাল বোধন বলা হয়। সনাতন ধর্মে কোন শুভ কাজ করতে গেলে , বিবাহ করতে গেলে প্রাত পূর্বরা , যাদের পিতা মাতা তাদের পিতা সাথে সজীব - জগতের জন্য তর্পণ করতে হয় , প্রদান করতে হয়।

তর্পণ মানে পুণি রক্ষা বিজয়ের আগে এদিনে এমনই করেছিলেন। সেই অনুসারে এই মহালয়া কের স্মরণ করে পূর্বপুরুষের আত্মার শান্তি কামনা করে অঞ্জলি প্রবন করেন। সনাতন ধর্ম অনুসারে এই দিনে প্রয়াত মনে পাঠিয়ে আবার যে সমাবেশ হয় তাহাকে এবং দেবীপক্ষের সূচনা। আর্থিনের কৃষ্ণপক্ষ বা পিতৃপক্ষের প্রতিদিনই পিতৃপুরুষের সাদ্ধ করার রীতি সময়ে লিত ছিল। শ্রদ্ধাসহকারে যে জল নিবেদন করা সব মিলিয়ে মহালয়া মূলত পূর্বপুরুষের পূজার বিশেষ তিথি। হিন্দু সংস্কৃতির ইতিহাসে অত্যন্ত পুরাতন একটি বিশ্বাসের লব্ধ ফল। মহালয়ার মতো উৎসব স্মরণাতীতকাল থেকেই প্রচলিত। সনাতন ধর্ম অনুসারে বছরে একবার পিতা মাতার উদ্দেশ্যে পিন্ড দান করতে হয় , সেই তিথিতে করতে হয় যে তিথিতে উনারা প্রয়াত হয়েছেন।

সনাতন ধর্মের কার্যাদি কোন তারিখ অনুসারে করা অনুসারে হয়। মহালয়াতে যারা গঙ্গায় অঞ্জলি প্রদান করেন পূর্বদের আত্মার শান্তির জন্য , তাহারা শুধু পূর্বদের নয় , পৃথিবীর সমগ্র কিছুর জন্য প্রার্থনা ও অঞ্জলি প্রদান করেন। যে অবান্ধবা বান্ধবা বা যেন্যজন্মনি বান্ধব অর্থ যারা বন্ধু নন অথবা আরি বন্ধু ও যারা জন্ম জন্মান্তরে আমার আত্মীয় বন্ধু ছিলেন , তারা সকলেই আজ আমার অঞ্জলি গ্রহণ করুন , যাদের পুত্র নেই , যাদের কেউ নেই আজ স্মরন করার তাদের জন্যও অ প্রদান করতে হয়। সেখান মাতা তার্থদের মাতা - পিতা - বন্ধু কেউ নেই আজ স্মরণ করার তাদেরকেও স্মরন করছি প্রার্থনা করছি তৃপ্তিলাভ করুক। মাগো তোমার এই চরণতলে আমদের সকলকে স্থান দিও। আমাদের সুখ - দুখ্য ভরা এই মেদিনীতে তোমার মধুর গানে আনো শান্তির বার্তা , তোমার ঈশার চেতনার স্পর্শে নামিয়ে আনো আনন্দের ধারা। আনন্দধারা বহিছে ভুবনে দিনরজনী কত অমৃতরস উপনি অনন্ত গগনে। এ আনন্দের সেই ছোটবেলা থেকেই একইভাবে গেথে আছে মম হৃদয়ে যা দেবী স শান্তিরুপেন সংস্থিতা নমস্থ্যৈ নমো নমঃ যা দেবী সর্বভূতেযু জাতিরূপেন সংস্থিতা নমস্থ্যৈ নমস্থ্যৈ আকাশবাণীর মহিষাসুর মহিনী শুনতে শুনতে সেই সকালেই জেনে যেতাম , সেদিন মহালয়ার দিন পা রাখবেন মর্তলোকে , পুজোর আর মাত্র আট দিন বাকি। সর্বশক্তির অ আদ্যাশক্তি মহামায়া। বিশ্বশান্তিকল্পে প্রার্থনা জানাচ্ছি। সর্বেযোং মঙ্গলং ভূয়াৎ সর্বেসত্ত নিরাময়ঃ। সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্ত মা কশ্চিৎ দুঃ ভাগ ভবে।। তুমি সর্বেশ্বরী , সবার অবিশ্বরী , তুমি সর্বশক্তিময় , তুমি সবার খ - কষ্ট - ভয় , আপন বিপদ থেকে রক্ষা করো। শুরু হয় যারা ওপারে চলে গেছেন তাদেরকেও স্মরণ করছি প্রার্থনা করছি তাদের আধা ণ্ণ তৃপ্তিলাভ করুক সকলেই সুখি হোক। রুদ্ধ মনের খুলে এলো খুশির জোয়ার , সময় এলো নতুন ভাবে নতুন মন শারদ শুভেচ্ছা।

দুস্কৃতিরা

● প্রথম পাতার পর

অটো রিস্কার মালিকের নাম বিকাশ শীল। জানাজায় গতকাল রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বিকাশ শীল ও তার পরিবারের লোকজন না ঘুমিয়ে পড়েন। রাত আনুমানিক একটা নাগাদ পার্শবর্তী বাড়ির এক মহিলা অটোরিকশায় আগুন লাগার বিষয়টি জানালা দিয়ে দেখতে পারো। সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলা অটোর মালিক বিকাশ শীল ও তাদের পরিবারের লোকজনদের ঘুম থেকে ডেকে তুলেন। ঘুম থেকে উঠে বিকাশ শীল ও তার পরিবারের লোকজন দেখতে পান আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। তারা আগুন নেভাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনীকে।

দমকল বাহিনীর জর্দা ছুটে এসে আগুন আয়ত্তে আনলেও ততক্ষণে অটোরিকশাটি পুড়ে ছারখার হয়ে গেছে। অটোর মালিক বিকাশের জানায় এ অটো রিস্কার উপর নির্ভর করে তাদের সাতজনের পরিবার প্রতিপালন হত। অটো টি তার বড় ভাইয়ের কাছ থেকে কিনেছিল। এখনো পর্যন্ত কাগজপত্র পরিবর্তন হয়নি। দুস্কৃতিকারীরা অটোটি পরিয়ে দেওয়ায় পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। সোমবার রাতেই আগরতলা পূর্ব থানা এলাকার বনকুমারি সাহাপাড়া নারায়ন মালাকারের বাড়িতে ঢুকে দুর্বৃত্তরা একটি অটোরিকশায় অগ্নিসংযোগ করে। রাজনৈতিক শত্রুতার জেরে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা বলে তিনি দাবি করেছেন। এর আগেও তার উপর একাধিকবার হামলার ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি জানান।

গতকাল রাতে খাওয়া-দওয়ার পর তারা ঘুমিয়ে পড়লে বাড়ির বেড়া ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে কেরোসিন ঢেলে অটোতে অগ্নিসংযোগ করে বলে অভিযোগ। বনকুমারি সাহাপাড়ার নারায়ন মালাকার জানান এর আগেও তার অটো গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে দুর্বৃত্তরা। পরপর এসব ঘটনায় রীতিমতো বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে পরিবারকে। নারায়ন মালাকার অভিযোগ করেছেন, এলাকায় কোনো নিরাপত্তা নেই। একটি দুষ্ট চক্র এই ধরনের কাজকর্মে জড়িত বলে তিনি অভিযোগ করেন। মানুষ ও তাদের আতঙ্কে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। থানায় অভিযোগ দায়ের করা হলেও ন্যায়বিচার পাওয়ার বদলে ও হয়রানির শিকার হতে হয় বলে অভিযোগ এনেছেন নারায়ন মালাকার।রাত্রিকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য দাবি উঠেছে।

অধ্যক্ষ

● প্রথম পাতার পর

দেওয়ার জন্য সকলের কাছে ক্ষমা চাওয়ার পদ্ধতি হিসেবে এই পথ বেছে নিয়েছি। সাথে তিনি বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন বলেও দাবি করেছেন। তবে বিধায়ক পদ থেকে তাঁর ইস্তফার বিষয়টি পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন বিধানসভার অধ্যক্ষ রতন চক্রবর্তী। তিনি বলেন, আশিস দাস বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন এমন কোনও চিঠি আমার কাছে এখনও আসেনি। ফলে, আদৌ তিনি ইস্তফা দিয়েছেন তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না।

বিজেপি বিধায়কের প্রায়শ্চিত্য নিয়ে দলের প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের কটাক্ষ, কালীঘাটে আশিসবাবু পূজা দিয়েছেন, তাই তাঁর প্রতি শুভ কামনা রইল। তাঁর শুভবুদ্ধির উদয় হোক, প্রার্থনা করছি। তিনি বলেন, বিধায়ক আশিস দাসের বিজেপি সম্পর্কে মন্তব্য সংবাদ মাধ্যমের কাছ থেকে জানতে পেরেছি। দলীয় নেতৃত্ব এ-বিষয়ে সমস্ত খোঁজখবর নিচ্ছেন। আগামীদিনে তাঁর সম্পর্কে দল সিদ্ধান্ত নেবে।

এদিন নবেন্দুবাবু মনে করালেন, ত্রিপুরায় পশ্চিমবঙ্গের মতো পরিস্থিতি নেই। কারণ, ত্রিপুরায় দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকর রয়েছে। ফলে, আশিস দাসের বিরুদ্ধে আগামীদিনে বিজেপি কঠোর সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে, এমনটাই আভাষ মিলেছে।

কংগ্রেসের

● প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার জেলাশাসকের অফিসের সামনে কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। তিনি বলেন, বিজেপি দল ভয় পেয়ে বিরোধী দলের নেতা নেত্রীদের কৃষক আন্দোলনের পাশে যেতে দিচ্ছে না। সম্পুর্ন অন্যায় ভাবে পুলিশ দিয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আগামীদিনে এই আন্দোলন ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলেও করা হবে বলেও জানান ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বিরজিত সিনহা।

প্রাঙ্গন

জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ থেকে নাম তুলে নিল ইংল্যান্ড

লন্ডন, ৫ অক্টোবর (হি.স.): ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলা জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ থেকে নাম তুলে নিল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড হকি ফেডারেশন তাদের বিবৃতিতে বলেছে, যে তারা আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন (এফআইএইচ)-কে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য ভারতের ঘোষিত করোনা বিধির জন্যই তারা নাম প্রত্যাহার করল বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে সেপ্টেম্বরে, কোভিড ১৯ প্রটোকলের কারণে অস্ট্রেলিয়াও এই টুর্নামেন্ট থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল ইংল্যান্ডের নাম।

আর কয়েকদিনের মধ্যেই ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ। এই টুর্নামেন্টটি ভুবনেশ্বরে ২৪ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

তবে তার আগেই টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নিল ইংল্যান্ড। ইংল্যান্ড হকি ফেডারেশন তাদের বিবৃতিতে বলেছে যে তারা আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনকে (এফআইএইচ) জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে। দলের পারফরম্যান্স ডিরেক্টর এড বার্নি বলেন, ‘আমরা খুবই দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। যে খেলোয়াড় এবং কোচরা তাদের দেশের প্রতিনিধিত্ব করার এই সুযোগ নিয়েছে তাদের প্রতি আমাদের গভীর সহানুভূতি রয়েছে। তোমাকে মিস করবো।’

তারা কোভিডের কথা মাথায় রেখে আরও জানিয়েছে এই পরিস্থিতিতে বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইংল্যান্ডের হকি অ্যাসোসিয়েশন

তাদের বিবৃতিতে আরও বলেছে, ‘ভারত সরকার শুক্রবার থেকে আগত ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে ১০ দিনের কোয়ারেন্টাইনের ঘোষণা করেছে।

খেলোয়াড় এবং সমর্থক সদস্যদের মানসিক স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে, কোভিড সম্পর্কিত অনেক উদ্বেগের মধ্যে, আমাদের পক্ষে এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়।’

উল্লেখ্য, এর আগে সেপ্টেম্বরে, করোনা বিধির কারণে অস্ট্রেলিয়াও এই টুর্নামেন্ট থেকে সরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গুরু ইরফানের পরামর্শ মেনেই উত্থান উমরানের

রবিবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে অভিষেক ম্যাচেই দেড়শো কিলোমিটার প্রতি-ঘণ্টায় বল করার নজির গড়েছেন জম্মু ও কাশ্মীরের উমরান মালিক। প্রথম ভারতীয় পেসার হিসেবে আইপিএলে এই কীর্তি গড়লেন এমন এক জন, যাঁর নেট বোলার হিসেবেই এ বারের যাত্রা শেষ হয়ে যেতে পারত সানরাইজার্স হায়দরাবাদ শিবিরে। তা যদিও হয়নি। অভিষেক ম্যাচে চার ওভারে মাত্র ২৭ রান দেন তরুণ।বাঁ-হাতি পেসার টি নটরাজনের করোনা হওয়ার পরে কয়েক দিনের জন্য পরিবর্ত হিসেবে মূল দলে নেওয়া হয় উমরানকে। কিন্তু নেটে ডেভিড ওয়ার্নারকে এতটাই সমস্যায় ফেলেছিলেন যে, ২১ বছরের পেসারকে প্রথম একাদশে নিতে রাজি হয়ে যান অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন।ছোটবেলা থেকেই ভারতের হয়ে ক্রিকেট খেলার স্বপ্ন দেখতেন জম্মুর গুজ্জার নগরের বাসিন্দা উমরান। কিন্তু সেখানে পরিকাঠামোর অভাবে খুব একটা বেশি ক্রিকেট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ছিল না। মাত্র একটি প্র্যাক্টিস পিচ ছিল শহরে। সেখানেই অনুশীলন করাতেন রণধীর সিংহ মানহাস। একটি টেনিস বলের ম্যাচ থেকে উমরানকে পছন্দ হয়ে যায় মানহাসের। তাঁকে ক্যাম্পে ডেকেও পাঠানো হয়। শুরুর দিকে প্র্যাক্টিসে মন বসত না ছোট্ট উমরানের।

এক দিন আসতেন, তো তিন দিন চলে যেতেন টেনিস বলের ক্রিকেট খেলতে। খাটনি কম, পারিশ্রমিকও পাওয়া যেত। ১৫ বছর বয়সি কিশোরের কাছে ৫০০ টাকার মূল্য ছিল অনেক বেশি। তা ছাড়া উমরানের পরিবারের অবস্থাও খুব একটা ভাল ছিল না।উমরানের বাবা আব্দুল রশিদ মালিক ফল বিক্রেতা। দুই মেয়ে ও এক ছেলের সংসারে ছোট থেকেই আর্থিক সাহায্য করত উমরান। রশিদের কাছে এসেই কোচ অনুরোধ করেন, তাঁর ছেলে যেন নিয়মিত প্র্যাক্টিসে আসে। সোমবার আনন্দবাজারকে রশিদ বলছিলেন, “কোচের ধমকই ওকে টেনিস বলের ক্রিকেট থেকে লাল বলের ক্রিকেটে আসতে সাহায্য করে। পড়াশোনাও ছেড়ে দেয়। দশম শ্রেণির পরীক্ষাও দেওয়া হয়নি ওর।” হবেই বা কী করে, তত দিনে রাজ্যের অনূর্ধ-১৯ দলে সুযোগ পেয়ে গিয়েছেন উমরান। সেখানে খুব একটা কিছু করতে না পারলেও অনূর্ধ-২৩ প্রতিযোগিতায় নজরে পড়ে যায় ইরফান পাঠান ও তৎকালীন জম্মু ও কাশ্মীরের অধিনায়ক পারভেজ রসুলের। ইরফানরা যেখানে সিনিয়রদের প্র্যাক্টিস করাতেন, তার পাশেই চলছিল উমরানদের ম্যাচ। রসুলের কাছে তখন ইরফান জানতে চেয়েছিলেন, ছেলেটি কে? রসুল ফোনে বলছিলেন, “ইরফানের প্রশ্নের উত্তর আমার কাছেও ছিল না। কখনও দেখিইনি ওকে। তখন আব্দুল সামাদ দৌড়ে এসে ইরফান ভাইকে বলে, ও আমার বন্ধু। ওর নাম উমরান।” সামাদও বর্তমানে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অন্যতম নির্ভরযোগ্য ক্রিকেটার। সামাদের হাত ধরেই ইরফানের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় উমরানের।জম্মু ও কাশ্মীরের নেটে উমরানের বোলিং অ্যাকশন দেখে ইরফান বুঝতে পারেন, গতি থাকলেও ক্রমাগত একই লাইন ও লেংথে বল করতে পারেন না উমরান। এমনকি সুইংও করত না তাঁর বল। রসুল বলছিলেন, “ইরফান ভাই আমাকে এসে বলেছিল, ছেলেটার মধ্যে গতি আছে। অ্যাকশন পাল্টে দিতে হবে।” যোগ করেন, “বল করার আগে অতিরিক্ত লাফ দিত উমরান। ওর অ্যাকশনও ছিল ‘ওপেন চেস্ট’। তাতে সুইং কম হয়। ইরফান ভাই ওকে আড়াআড়ি অ্যাকশনে বল করার নির্দেশ দিল। দেখা গেল, বল আউটসুইং করছে। তখনই বলে দিয়েছিল, ও লম্বা রেসের ঘোড়া।

গেইল, বিরাট কোহলিকে টপকে টি-২০ ক্রিকেটে অনন্য নজির পাক ক্রিকেটার বাবর আজমের

টি-২০ ক্রিকেটে সেরা ক্রিকেটারদের তালিকা বাছলে শুরুর দিকেই থাকবে ক্যারিবিয়ান সুপারস্টার ক্রিস গেইল (এবং ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির নাম। গেইল যেমন ক্রিকেটের ছোট ফরম্যাটের ‘বাদশা’, তেমনই কয়েকদিন আগেও টি-২০ ক্রিকেটে প্রথম ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে ১০ হাজার রানের গণ্ডি পেরিয়েছেন কোহলি। এহেন ক্রিস গেইল, কোহলির মতো তারকাকে পিছনে ফেলেই অনন্য রেকর্ড গড়ে ফেললেন পাকিস্তান ক্রিকেটার বাবর আজম।টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে নিউজিল্যান্ড এবং ইংল্যান্ড পাক সফর বাতিল করেছে। আর তাই বিশ্বকাপের আগে সেদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি লিগ। সেখানেই অনন্য রেকর্ড গড়লেন বাবর আজম। ঠিক কী রেকর্ড গড়েছেন তিনি? আসলে টি-২০ ক্রিকেটে দ্রুততম সাত হাজার রান পূর্ণ করার নজির গড়লেন বাবর। যা কি না আগে ক্রিস গেইলের অধীনে ছিল।পাকিস্তানের জাতীয় টি-২০ লিগে সেন্ট্রাল পাঞ্জাবের হয়ে খেলছেন বাবর আজম। রবিবার ৫৯ রানের দুরন্ত ইনিংস খেলেন তিনি। আর সেই সঙ্গেই টি-২০ ক্রিকেটে দ্রুততম সাত হাজার রান পূর্ণ করলেন। ১৮৭ ইনিংসে এই রেকর্ড গড়লেন তিনি। এর আগে ক্রিস গেইলের দখলে ছিল টি-২০ ক্রিকেটে দ্রুততম সাত হাজার করার রেকর্ড। ‘ইউনিভার্সাল বস’ ১৯২ ইনিংসে এই রেকর্ড গড়েছিলেন। দ্বিতীয় স্থানে ছিলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। তিনি সময় নিয়েছিলেন ২১২ ইনিংস। কিন্তু বাবরের এই রেকর্ডের জন্য বিরাট নেমে গেলেন তৃতীয় স্থানে।এর আগে চলতি বছরে ওয়ানডে ক্রিকেটেও অনন্য রেকর্ড গড়েছিলেন তিনি। প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান হাশিম আমলা , ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি , অস্ট্রেলিয়ান তারকা ব্যাটসম্যান ডেভিড ওয়ার্নারকে টপকে সবচেয়ে কম ইনিংস খেলে ১৪টি শতরানের মালিক হয়েছিলেন তিনি। গত জুলাই মাসে এজবাস্টনে এই নজিরটি গড়েন তিনি। আর সেটা করতে নেন মাত্র ৮১টি ইনিংস। এর আগে এই নজির ছিল প্রোটিয়া ব্যাটসম্যান হাশিম আমলার। তিনি তা করেছিলেন ৮৪টি ইনিংসে। অন্যদিকে ওয়ার্নার নিয়েছিলেন ৯৮টি ইনিংস এবং বিরাট নিয়েছিলেন ১০৩টি ইনিংস।

সুশীল কুমারের জামিনের আবেদন খারিজ

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি. স.) জামিন পেলেন না অলিম্পিক্সে একাধিক পদকজয়ী কুস্তিগির সুশীল কুমার। সাগর রানা হত্যা মামলায় গ্রেফতার হওয়া কুস্তিগির মঙ্গলবার তাঁর জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লির রোহিণী আদালত। ৪ মে দিল্লির ছত্রসল স্টেডিয়ামে সাগর রানাকে হত্যা করার অভিযোগ ওঠে সুশীলের বিরুদ্ধে।এই বছর ২৩ মে গ্রেফতার করা হয় সুশীলকে। তাঁর হয়ে আইনজীবী প্রদীপ রানা দাবি করেন সুশীলের বিরুদ্ধে আগে কখনও এমন ধরনের অভিযোগ ওঠেনি। রানার দাবি, সুশীল বিবাহিত এবং পরিবারের প্রতি তাঁর দায়িত্ব রয়েছে। জামিনের আবেদন করে সুশীল জানিয়েছিলেন পুলিশ তাঁর চরিত্র নষ্ট করার চেষ্টা করছে। সেই কারণে ভুল তথ্য দিয়েছে পুলিশ। এমনকি গ্যাংস্টারদের সঙ্গেও সুশীলের যোগাযোগ রয়েছে বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছে। দিল্লি পুলিশ সুশীলের জামিনের বিরোধিতা করেছে। দিল্লি পুলিশের দাবি, গ্রেফতারি এড়াতে পালিয়ে গিয়েছিলেন সুশীল। ১৮ দিনে বিভিন্ন রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন সুশীল। বার বার সিম কার্ড বদলেছেন তিনি। দুই পক্ষের সয়াল-জবাবের পর কুস্তিগিরের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লির রোহিণী আদালত।

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- SDO(E)/IE-11/2021-22/04 DATED-04.10.2021

Name of Work(s):- 1) Providing internal electrification work in e-sewa kendra at Bishalgarh court complex, Sepahijala district, Tripura.
DNIT NO:-SDO(E)/IE-II/2021-22/05
Estimated cost: Rs 29,929.00
Earnest Money: Rs 299.00
Last date for receipt of application for tender form:- 11.10.2021
Last date for issue of tender form:- 18.10.2021
Last date and time for receipt of tender document:- 21.10.2021 upto 3:00 pm.
Cost of tender form:- Rs 500.00 (In Demand Draft in favour of Executive Engineer, I.E. Division, Agartala for each work)
Details of this short NIT can be seen at Internal Electrification Sub-Division No-II, Agartala and Internal Electrification Division, Agartala.

Sub Divisional Officer (E)
I. E. Sub-Division No.-II
Agartala, West Tripura.

ICA-C-2358/2021-22

সন্ধান চাই

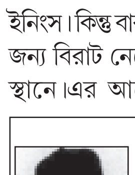

Reference:- Ramnagar TOP GDE. No-10, dated -29/09/2021

পাশের ছবিটি শ্রী মিঠুন দাস, পিতা- মৃত মৃত্যুঞ্জয় দাস, সাং- কালিকাপুর, থানা-আগরতলা পশ্চিম থানা, পশ্চিম ত্রিপুরা, বয়স-২৯ বছর, গায়ের রঙ-শ্যামলা, উচ্চতা-৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, চুল- কালো, মুখমণ্ডল- লম্বা, পরনে- নীল রঙের টি-শার্ট এবং লম্বা জিন্স প্যান্ট। গত ২৭/৯/২০২১ ইংরেজী তারিখ বাড়ি থেকে কাজের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যায়। কিন্তু আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি। বহু খোঁজাখুঁজি করার পরও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

উপরে উল্লেখিত নিখোঁজ ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)— ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল— ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম থানা— ০৩৮১-২৩৮-৫৭৬৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-1021/2021-22

—ঃ অপরিচিত মহিলার মৃতদেহের শনাক্তকরণ চাই ঃ—

Ref :- Ranir Bazar PS-UD Case No-2021 RNB 021 dt-02-10-2021. u/s-174 crpc.

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ। বয়স-আনুমানিক ২৫ থেকে ২৬ বছর, উচ্চতা-৫ফুট ১ ইঞ্চ, গায়ের রঙ-ফর্সা, চুল-কালো, পরনে-টপ এবং লম্বা স্কার্ট, গত ০২-১০-২০২১ ইংরেজি তারখ আনুমানিক রাত্রি ১২টা ৫ মিনিট সময়ে রানিরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের রিকোজিশন মূলে রানিরবাজার থানার পুলিশ উক্ত অপরিচিত মহিলার মৃতদেহের ময়না তদন্তের জন্য আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে প্রেরণ করেন। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয় মৃতদেহের দাবি করেননি।

উপরে উল্লেখিত অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।
১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা)—০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল—০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০
২) আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানা—০৩৮১-২৩৯-৬৭৮৭

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA/D-1027/2021-22

২০২২ কমনওয়েলথ গেমস থেকে নাম তুলে নিল ভারতীয় হকি দল

নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর (হি. স.) এবার বার্মিংহ্যামে অনুষ্ঠিত হতে চলা ২০২২ কমনওয়েলথ গেমস থেকে নাম তুলে নিল ভারতীয় হকি দল। ২৮ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত বার্মিংহ্যামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা কমনওয়েলথ গেমস। ভারতের মহিলা ও পুরুষ হকি দল এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে না। করোনা পরিস্থিতি এবং কোয়ারেন্টাইনের নিয়মগুলির কারণে, ভারতীয় দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ইংল্যান্ডকে ইউরোপের সবচেয়ে খারাপ করোনা আক্রান্ত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হকি ইন্ডিয়া একটি বিবৃতি জারি করে বলেছে যে তাদের প্রথম লক্ষ্য হল এশিয়ান গেমস। যা ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সের জন্য মহাদেশীয় যোগ্যতা অর্জনের ইভেন্ট। কমনওয়েলথ গেমস ২৮ জুলাই থেকে ৮ আগস্ট পর্যন্ত বার্মিংহ্যামে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। চিনের হাংঝোতে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এশিয়ান গেমসের আগে মাত্র ৩২ দিনের ব্যবধান রয়েছে। সেই কারণ দেখিয়ে হয়তো ভারতীয় হকি দল কমনওয়েলথে না খেলার কথা জানিয়েছে।

উল্লেখ্য, এর আগে আগামী মাসে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এফআইএইচ জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট থেকে ইংল্যান্ড নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে।করোনা বিধি নিষেধে ভারতে ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক ১০ দিনের কোয়ারেন্টাইনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ফলে জুনিয়র হকি বিশ্বকাপ টুর্নামেন্ট থেকে নাম তুলে নিয়েছিল ইংল্যান্ড দল। এই টুর্নামেন্ট ভুবনেশ্বরে ২৪ নভেম্বর থেকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। সমালোচকরা বলছেন ভারত এখন কমনওয়েলথ থেকে তার নাম প্রত্যাহার করে ইংল্যান্ডকে ইটের জবাব পাথর দিয়ে দিল।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

জুনিয়র ওয়ার্ল্ড শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতের দাপট অভ্যাহত

লিমা, ৫ অক্টোবর (হি.স.): পেরুতে ভারতের দাপট অভ্যাহত। পেরুর রাজধানী লিমাতে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় শ্যুটাররা সাফল্য অর্জন করেই চলেছে। মঙ্গলবার ভারতীয় শ্যুটার ঐশ্বর্য প্রতাপ সিং তোমার ৫০ মিটার থ্রি পজিশন ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। এছাড়াও এই টুর্নামেন্টে ১৪ বছর বয়সী শ্যুটার নামিয়া কাপুর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। পেরুতে, ভারতের পতাকাকে আরও গর্বিত করেছেন ভারতের এই কন্যা।

২০ বছর বয়সী ঐশ্বর্য যোগ্যতা পর্যায়ে জুনিয়র বিশ্ব রেকর্ড ১১৮৫ এর সমান ছিলেন। একই সময়ে, তিনি চূড়ান্ত পর্বে ৪৬৩.৪ এর বিশ্ব রেকর্ড নিজের নামে করেছেন। এর আগে, ৪৫৬.৫ এর বিশ্ব রেকর্ড ফ্রান্সের লুকাস বার্নার্ড ডেনিস ক্রিগসের নামে ছিল, যিনি এই ইভেন্টে রূপোর পদক জেতেন। এর আগে, ভারত একক ইভেন্ট, মিশ্র ইভেন্ট এবং টিম ইভেন্টে স্বর্ণপদক জিতেছে। বর্তমান মনু ভাকের, রিদম সাঙ্গওয়ান, শিখা নারওয়াল এবং সর্বজোৎ সিং। এছাড়াও এই টুর্নামেন্টে ১৪ বছর বয়সী শ্যুটার নামিয়া কাপুর ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। ১৪ বছর বয়সী এই কন্যা বড়দের পিছনে ফেলে স্বর্ণপদক জিতেছেন। দেশের তরুণ শ্যুটার নামিয়া কাপুর তার প্রথম জুনিয়র ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপেই সকলের নজর কাড়লেন এবং এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন। ভারতের ১৪ বছর বয়সী শ্যুটার নামিয়া কাপুর সোমবার আইএসএসএফ জুনিয়র ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে মনু ভাকেরকে হারিয়ে স্বর্ণপদক জিতেছেন। ফাইনালে কাপুর স্কোর করেছিলেন ৩৬। ফ্রান্সের ক্যামিলি জে রূপো এবং ১৯ বছর বয়সী অলিম্পিয়ান ভাকের ব্রোঞ্জ জিতেছেন।

ভারতের রিদম সাঙ্গওয়ান চতুর্থ স্থানে ছিলেন। কাপুর যোগ্যতায় ষষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন এবং ভরত ও সাঙ্গওয়ান প্রথম দুইয়েছিলেন।

এই টুর্নামেন্টে ভারত এখন পর্যন্ত টুর্নামেন্টে ৯ টি সোনা, ছয়টি রূপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ সহ মোট ১৮ টি পদক জিতেছে। পদক তালিকায় ভারতের অবস্থান প্রথম। চারটি সোনা, পাঁচটি রৌপ্য এবং তিনটি ব্রোঞ্জসহ ১২ টি পদক নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। তৃতীয় স্থানে থাকা ইতালি দুটি সোনা, একটি রূপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ সহ মাত্র ৬ টি পদক জিতেছে। অর্থাৎ ভারত এখনও পর্যন্ত খুব ভাল লিড নিয়ে এক নম্বরে অবস্থান করছে।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

কৃষক আন্দোলনে গুলি চালানোর ঘটনার প্রতিবাদে আগরতলায় এসইউসিআই এর বিক্ষোভ প্রদর্শন। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

পুর ও নগর ভোট ঃ সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ময়দানে নামল শাসক দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৫ অক্টোবর।। পুর নিগাম,পুরসভা, নগর পঞ্চায়েত নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসছে শাসকদল সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাঠে নেমে পড়েছে। মঙ্গলবার দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে বিজেপির সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে পেছনে ফেলে শাসক দল যে রাজনৈতিক কর্ম কান্ডে সামনের দিকে এগিয়ে রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। তারপরেও কোন কিছু খামতি রাখতে চাইছে না কখনো।

এলাকাগত বুথ ভিত্তিক, ওয়ার্ড ভিত্তিক জন সংযোগ আবার কখনো বা দলের এবং বিভিন্ন সংগঠন গুলির কার্য কর্তাদের নিয়ে ঘরোয়া সভা করেদলের কার্যকর্তাদের বার্তা দেন সংগঠনকে আরো শক্তিশালী ও জোরদার করার। সেই অনুসারে মঙ্গলবার দুপুরে ৩৫ বিলোনিয়া মন্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় এক সাংগঠনিক বৈঠক। 'আমার বুথ শক্তিশালী বুথ'এই স্লোগানকে সামনে রেখে বিলোনিয়া পুরাতন টাউন হলে হয় এই দিনের সাংগঠনিক বৈঠক।

মন্ডলের কার্যকর্তা ও বিভিন্ন মোর্চার কার্যকর্তা ও বুথ স্তরের কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে ভারত মায়ের প্রতিকৃতিতে ও ডঃ শ্যামা প্রশাদ মুখার্জির প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর রাষ্ট্রীয় গীত এর মধ্য দিয়ে সূচনা হয় এদিনের বৈঠক। আয়োজিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি মানিক সাহা, বিলোনীয়া মন্ডল সভাপতি গৌতম সরকার,প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত, রাজ্য কমিটির সদস্য বলাই গোস্বামী ও কমল কান্তি সেন,নিখিল গোপ,জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক শংকর রায়, জেলা সহ-সভাধিপতি বিভীষণ দাস,ঋষ্যমুখ মন্ডল সভাপতি অশেষ বৈদ্য সহ অন্যান্য পদাধিকারী ও কার্যকর্তাগণ।

সিসিটিভি ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও চোরের টিকির নাগাল পাচ্ছে না কল্যাণপুর থানার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৫ অক্টোবর।। পুলিশের কাছে সিসিটিভি ফুটেজ থাকা সত্ত্বেও চুরের টিকির নাগাল পাচ্ছে না কল্যাণপুর থানার পুলিশ। জনমনে ব্যাপক গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে গত ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে কল্যাণপুর শ্মশানঘাট সংলগ্ন বিলিতি মদের কাউন্টারে চুরির ঘটনা সংঘটিত হয়। দোকানের মালিক কল্যাণপুর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান।

চুরি কান্ড ঘটনার ২০ দিন অতিক্রান্ত হলেও এখনও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। পুলিশ লোকদেখানো এক ব্যক্তিকে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছেড়ে দেয়। প্রশ্ন উঠছে পুলিশ কেন এই চুরি কান্ড ঘটনার সাথে জড়িত মূল অভিযুক্ত কে খুঁজে পাচ্ছে না তার পেছনে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। এদিকে কল্যাণপুর লোকনাথ বাবার আশ্রম এ পরপর তিনবার চুরি কান্ড ঘটনা হয়। কিন্তু পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।

শেষ চুরির ঘটনা ঘটে লোকনাথ আশ্রম এ গত মঙ্গলবার। একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটলেও পুলিশ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের প্রতি ভরসা হারিয়ে ফেলছেন মানুষ। এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে কল্যাণপুর জুড়ে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে বেশ গুঞ্জন তৈরি হয়েছে জনমনে। রহস্যের দানা বাঁধছে।

কমলাসাগরে জুলে ডুবে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। কমলাসাগর এর নতুন কলোনি এলাকায় গরু খুঁজতে গিয়ে জলে ডুবে. মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। মৃত ব্যক্তির নাম শ্যামল চক্রবর্তী। তিনি মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে। মা কালীর পূজা করা হলো না কমলাসাগর এর নতুন কলোনি এলাকার শ্যামল চক্রবর্তীর।

কালী পূজার দিন বিকেল চারটে নাগাদ গরু আনতে গিয়েছিলেন শ্যামল চক্রবর্তী। গরু আনতে গিয়ে তিনি আর বাড়িতে ফিরে আসেননি। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হওয়ার পর পরিবারের লোকজন তাকে খুঁজতে বের হয়। কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তাকে। শেষ পর্যন্ত মঙ্গলবার সকালে তার মৃতদেহ জঙ্গলের পাশের একটি জলাশয়ে পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় লোকজনরা। খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন আসছে ছুটে আসেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে জলাশয় থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। মৃতের পুত্র জানায় তার বাবা মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন। প্রাথমিকভাবে আশঙ্কা করা হচ্ছে গরু খুঁজতে গিয়ে জলাশয়ে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে তার। কালী পূজার দিন পরিবারের কর্তার মর্মান্তিক মৃত্যুর সংবাদে গোটা এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ছয় মাস যাবৎ বেতন পাচ্ছেন না এজিএমসিতে কর্মরত সাফাই কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। আগরতলা জিবি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মরত বেসরকারি সাফাই কর্মীরা গত ছয় মাস ধরে তাদের বেতন-ভাতা পাচ্ছে না। বেতন-ভাতার দাবিতে সংশ্লিষ্ট সাফাই কর্মীরা মঙ্গলবার জিবি মেডিকেল সুপারের অফিস ঘেরাও করে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সাফাই কর্মীরা জানান তারা একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে দীর্ঘ বছর ধরে সাফাইয়ের কাজ করে আসছেন। গত ছয় মাস ধরে বেতন ভাতা না পাওয়ায় তারা জটিল সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন। যে বেসরকারি সংস্থার অধীনে তারা কাজ করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বারবার যোগাযোগ করেও তারা বেতন-ভাতা পাচ্ছেন না। প্রাপ্ত ব্যক্তি তাদেরকে জানান দপ্তর থেকে টাকা পয়সা দেওয়া হচ্ছে না। সে কারণেই তাদের বেতন-ভাতা মিটিয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোম্পানির কর্মকর্তা মঙ্গলবার আন্দোলন স্থলে এসে জানান গত মার্চ মাসে তার কাজের লিখিত সময়সীমা শেষ হয়ে গেছে। সীমা অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পর মেডিকেল সুপারের কাছে জানতে চেয়েছেন তিনি কি কাজ বন্ধ করে দেবেন কিনা। তখন মেডিকেল পাটনা কি বলেছিলেন যেহেতু নতুন করে কাউকে কাজ দেওয়া হয়নি সেহেতু কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজের চুক্তির বিষয়ে কোনো লিখিত কাগজপত্র দেয়নি স্বাস্থ্য দপ্তর। এ বিষয়ে বারবার যোগাযোগ করেও ব্যর্থ হয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই ব্যক্তি। যখন শ্রমিকরা টাকার জন্য চাপ সৃষ্টি করছে তখন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নাকি তাদের দায়িত্ব অস্বীকার করছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এ ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মানসিকতায় সাফাই শ্রমিক সহ সকলের মধ্যেই তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি দ্রুদ্র হয়েছে। অবিলম্বে তাদের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দেওয়ার জন্য তারা জোরালো দাবি জানিয়েছেন।

আন্দোলনকারী কৃষকদের উপর গুলি বিক্ষোভ প্রদর্শন এসইউসিআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। উত্তরপ্রদেশে কৃষক আন্দোলনের উপর গুলি চালনা এবং গাড়িচাপা দিয়ে ছয়জনকে হত্যার ঘটনার প্রতিবাদে দেশজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু হয়েছে। এর প্রতিবাদে রাজ্যেও প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হয়েছে এসইউসিআই। আজ আগরতলা দক্ষিণ বাধারঘাটে এস ইউ সি আই (সি) এবং এ আই কে কে এম এস - এর যৌথ উদ্যোগে এক বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই (সি)- এর রাজ্য সম্পাদক অরুণ ভৌমিক।

তিনি অভিযোগ করেন উত্তরপ্রদেশের লক্ষিমপুর খেরিতে কৃষক আন্দোলনকারীদের উপর দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্রের পুত্র এবং বিজেপি গুন্ডাবাহিনী কনভয় থেকে গুলি করে এক কৃষককে হত্যা করেছে এবং গাড়ি চাপা দিয়ে মোট ছয় জনকে হত্যা করেছে। কৃষকরা গত দশ মাস ধরে তিনটি কেন্দ্রীয় কৃষি আইন প্রত্যাহার এবং বিদ্যুৎ বিল প্রত্যাহার করার দাবিতে লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। কৃষকদের এই আন্দোলন বানচাল করার লক্ষ্যে এ ধরনের চক্রান্ত শুরু হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়।

অবিলম্বে এই ঘটনার দায় স্বীকার করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অজয় মিশ্রের অপসারণ এবং দোষীদের কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করা হয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অরুন আরো অভিযোগ করেছেন রাজ্য সরকার বিরোধীদের কণ্ঠরোধ ও আন্দোলন স্তব্ধ করে দেয়ার লক্ষ্যে আগরতলা শহরের দুটি থানা এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে রেখেছে।দেশজুড়ে এই কৃষক আন্দোলন আরো জোরদার করার আহ্বান জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য এসইউসিআই মঙ্গলবার দেশজুড়ে এই ঘটনার প্রতিবাদে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয়েছে। আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজধানী আগরতলা শহর দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হয় এসইউসিআই।

সিমনায় প্রচুর গাঁজা উদ্ধার করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ অক্টোবর।। সিধাই থানা এলাকার সিমনার বিদ্যাসাগর গ্রামের ভুটান বাড়িতে বিএসএফ জওয়ানরা অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণ গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেছে। অবশ্য এ ব্যাপারে কাউকে আটক করা যায়নি। পাচারের উদ্দেশ্যে শুকনো কাজা মজুত রাখা হয়েছে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে।সিমনার বিদ্যাসাগর গ্রামের ভূটাংবাড়িতে গোপন সূত্রে মঙ্গলবার দিন অভিযান চালিয়ে প্রচুর পরিমাণে শুকনো গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে বিএসএফ জওয়ানরা।

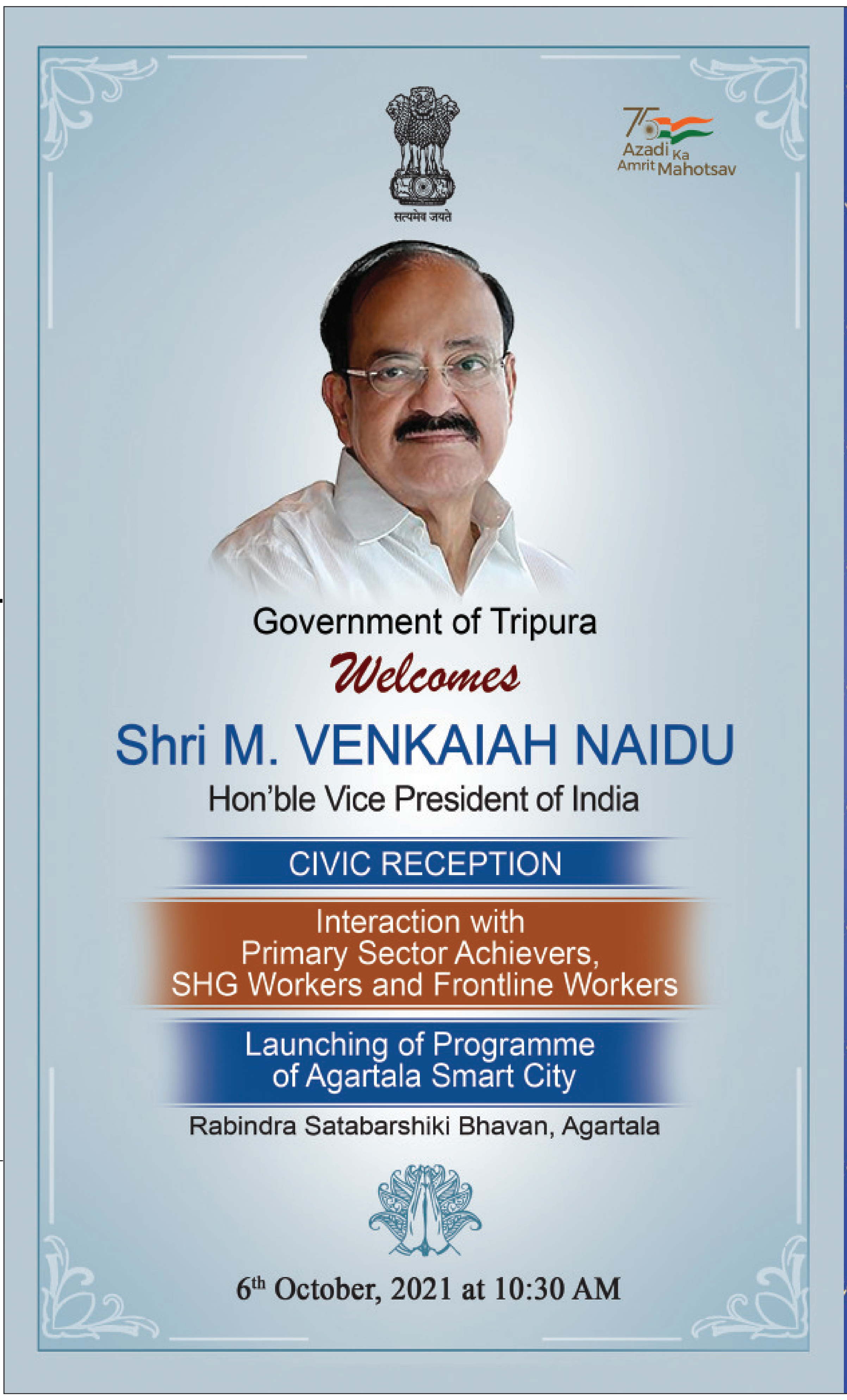

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।